উপস্থিত হয়। তখন তাহারা খাওয়া বন্ধ করিয়া নিস্তব্ধভাবে বসিয়া থাকে। এক দিন এইরূপ নিস্তব্ধভাবে বসিয়া থাকিয়া পর দিন তাহারা খোলস পরিত্যাগ করিয়া নব কলেবর ধারণ:করে। তখন তাহাদের শরীর অত্যন্ত থস্‌থসে ও পূর্ব্বকার শরীর অপেক্ষা তিন গুণ বড় হয়। খোলস পরিত্যাগের শ্রান্তি দূর করিবার জন্য তাহারা কিয়ৎক্ষণ পর্য্যন্ত নিস্তব্ধ থাকে। পরে তাহাদের উপবাসের আহার পূরণ করিবার জন্য আগ্রহের সহিত খাইতে থাকে। ৩।৪ দিন এইরূপ খাইবার পর তাহাদের দ্বিতীয়বার খোলস পরিত্যাগের সময় উপস্থিত হয়। তখন প্রথম বারের ন্যায় খাওয়া বন্ধ করিয়া নিস্তব্ধভাবে একদিন থাকিবার পর দ্বিতীয় দিনে আবার খোলস পরিত্যাগ করিয়া নব কলেবর ধারণ করে। এইরূপে তাহারা চারি বার খোলস পরিত্যাগ করে এবং প্রত্যেক বার খোলস পরিত্যাগের পর তাহাদের আকার তিন গুণ বৃদ্ধি হয়। চারি বার খোলস-ত্যাগের পর তাহারা কীটজীবনের শেষ অধ্যায়ে উপনীত হয়। এই সময় তাহারা ক্রমাগত খাইতে থাকে। ৮।১০ দিন খাইবার পর তাহাদের শরীরের রং লাল্‌চে হয়। তখন বুঝা যায় যে, ইহাদের অঙ্গে রেশমের সঞ্চার হইয়াছে এবং ইহারা কোয়া নির্ম্মাণের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। এই সময় উহাদিগকে এক একটী করিয়া পৃথক করিয়া লইয়া বাসা নির্ম্মাণোপযোগী সরু সরু থাকযুক্ত ডালাতে ছাড়িয়া দিলে ইহারা মুখ হইতে রেশম বাহির করিয়া তাহাতে কোয়া নির্ম্মাণ করিতে থাকে। তিন দিনের মধ্যে এক একটী সোণালী রংয়ের ঘর নির্ম্মাণ করিয়া নিজেরা তাহার মধ্যে আবদ্ধ হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে আবদ্ধ হইলেও তাহাদের জীবন শেষ হয় না। তাহাদের শরীর হইতে রেশম বাহির করিতে করিতে যখন সমস্ত রেশম শেষ হইয়া যায়, তখন তাহাদের দেহের আয়তন সঙ্কুচিত হইতে থাকে এবং সঙ্কুচিত দেহের উপর পাখা নির্গমন ও নানা পরিবর্ত্তন হয়। ঐ কোয়ার মধ্যে আট দশ দিন থাকিবার পর সেই কীটগুলি এক একটী সুন্দর প্রজাপতির আকারে কোয়ার মধ্য হইতে কাটিয়া বাহির হয়। এই প্রজাপতিদিগের মধ্যে দুই জাতি আছে, একটী পুরুষ জাতি, অপরটি স্ত্রীজাতি। স্ত্রীজাতীয় প্রজাপতি স্বভাবতঃই দুর্ব্বল এবং একস্থানে স্থিরভাবে পড়িয়া থাকে, কিন্তু পুংজাতীয় প্রজাপতি স্বভাবতঃই চঞ্চল। যদিও কোন জাতিরই উড়িবার ক্ষমতা থাকে না, তথাপি পুংজাতীয় প্রজাপতি ডানা ঘন ঘন নাড়িয়া ফরফর শব্দ করিতে করিতে স্ত্রীপ্রজাপতির চতুর্দ্দিকে ঘুরিতে থাকে। কোয়া কাটিয়া তাহা হইতে বাহির হইবার পর ইহারা ৫।৬ ঘণ্টা এক সঙ্গে থাকে, পরে তাহারা পৃথক হইয়া যায়। অনেক সময় তাহাদিগকে পৃথক করিয়া লইয়া পুংপ্রজাপতিটী ফেলিয়া দিয়া স্ত্রীপ্রজাপতিদিগকে একটী স্বতন্ত্র স্থানে রাখিয়া দিলে তাহারা ডিম পাড়িতে আরম্ভ করে। এই ডিম হইতে পুনরায়

কীট বাহির হয়। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, ডিম হইতে কীট, কীট হইতে কোয়া, কোয়া হইতে প্রজাপতি, এবং প্রজাপতি হইতে আবার ডিম পাওয়া যায়।

ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ইহাদের কার্য্যপ্রণালী ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। কীট অবস্থায় ইহাদের কার্য্য কেবল আহার ভিন্ন আর কিছুই নয়। এই অবস্থায় ইহারা ক্রমাগত আহার করিতে থাকে। কোয়া অবস্থায় ইহাদের কোন কার্য্যই থাকে না, কেবল নিঃশব্দে তাহার মধ্যে তাহাদের আকার পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। প্রজাপতি অবস্থায় তাহাদের ডিম প্রসব ভিন্ন আহারাদি কিম্বা অন্য কোন কার্য্যই থাকে না। ডিম্ব প্রসবের ৮।১০ দিন পরেই প্রজাপতিরা আপনারাই মরিয়া যায়। এই ডিম সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া চাষারা তাহা হইতে পুনরায় কোয়া উৎপন্ন করে। তসর, এণ্ডি, ও অন্যান্য রেশমের কীটের কোয়া-প্রস্তুতপ্রণালীও একই প্রকার।

(২ কোয়া হইতে সূতা প্রস্তুত করা— রেশমের কোয়া প্রস্তুতকরা শেষ হইলে তিন চারি দিন পরে সেই সমস্ত কোয়া রৌদ্রেদিয়া পোকা মারিয়া ফেলা হয়। কখন কখন আগুনের তাপেও তাহাদিগকে মারা হয়। কোয়ার মধ্যস্থ পোকা মরিয়া গেলে কোয়াগুলি একবার আগুনে ভাপাইয়া লইয়া পুনরায় রৌদ্রে শুকাইয়া লইয়া গরম জলে ফেলিতে হয়। গরম জলে ৪।৫ মিনিট থাকিবার পরই কোয়ার সূতা শিথিল হইয়া যায়। সেই সময় সূতার মুখ ধরিয়া লাটায়ে জড়াইলে প্রত্যেক কোয়া হইতে একটী অবিচ্ছিন্ন সূত্র বাহির হইয়া আইসে, কেবল পোকাটী জলে পড়িয়া থাকে। দেশীয় ও বিদেশীয় ব্যবসায়ীরা এই সূতা সংগ্রহের নানাবিধ উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। কিন্তু সকলকার কার্য্য-প্রণালী ঐ একইভাবে পরিচালিত। সমস্ত কোয়াটী একটী অবিচ্ছিন্ন-সূতা-নির্ম্মিত বলিয়া, ইহা দ্বারা নানাপ্রকার বহুমূল্য দ্রব্যাদি প্রস্তুত হয়।

এণ্ডি প্রভৃতির কোয়া হইতে এরূপভাবে সূতা প্রস্তুত করা যায় না। ইহা কোন ক্ষার-বিশিষ্ট পদার্থের সহিত প্রথমে সিদ্ধ করিয়া পরে চরকা দ্বারা, কিম্বা পিঁজিয়া সূতা সংগ্রহ করিতে হয়। যে সকল কোয়া হইতে প্রজাপতি কাটিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে, তাহা হইতে অবিচ্ছিন্ন সূতা পাওয়া যায় না। তথাপি সেগুলি হইতে সূতা বাহির করিতে হইলে এণ্ডির কোয়ার ন্যায় সূতা বাহির করিতে হয়। এই সূতা হইতে যে কাপড় প্রস্তুত হয়, তাহাকে মটকা বলে।

(৩) রেশমবস্ত্র বয়ন ও রসান—রেশম-বস্ত্রবয়নের জন্য তাঁতের বিশেষ কোন পার্থক্য নাই, কিন্তু নানাবিধ কারুকার্য্য-খচিত রেশমবস্ত্রের জন্য তাঁতের তারতম্য আছে। মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি রেশম প্রধান স্থানে অনেক প্রসিদ্ধ তাঁতি আছে। তাহা-দের হস্তনির্ম্মিত কারুকার্য্যখচিত রেশম-বস্ত্র অতি সুন্দর বিলাতী বস্ত্রকেও পরাজিত

করে। ইহাদের নিজেদের উদ্ভাবিত তাঁতে এই সকল বস্ত্র প্রস্তুত হয়। রেশমের সূতার রং করিবার জন্য তাঁতি বিবিধ প্রকার দেশী মশলা ব্যবহার করে। এই রং বিলাতি রং অপেক্ষা বেশী দিন স্থায়ী হয়।

রেশম-শিল্পের ভিন্ন ভিন্ন বিষয় ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বলিবার ইচ্ছা রহিল।

"ফুল"

(১)

কে তোমারে নিরমিল কাননসুন্দরি,
অতুল সৌন্দর্য্যভার, দেহেতে ধরে না আর,
স্মিতমুখে থাক সদা কারে বা নেহারি ?
কি সৌন্দর্য্য, কি মাধুর্য্য যাই বলিহারি।

(২)

হেরিয়া তোমার সেই সুচারু বদন,
নিমেষে সকলি ভুলি, সংসারযাতনাবলী,
কি আনন্দস্রোতে যেন হই নিমগন ;
জাগ্রতে নেহারি যেন কিসের স্বপন।

(৩)

নাহিক উপমা তব জগতমাঝারে,
বিধি বুঝি নিরজনে, গড়েছিল সযতনে,
লালিতামণ্ডিত তব শরীর সুন্দর,
স্বর্গজ্যোতি হেরি তাই তোমারি উপর।

(৪)

অথবা ছিলে কি কভু অমরনন্দিনী,
আপন করমদোষে, আসিয়াছ তাই শেষে,
ভুঞ্জিতে পাপের ভোগ সুরবিমোহিনি ;
নতুবা আসিবে কেন, দেবআদরিণি।

(৫)

বালকের হও তুমি খেলার আধার,
যুবকেরা সযতনে, কণ্ঠে ধরে তোমাধনে,
বৃদ্ধ হস্তে হও তুমি দেব-উপহার ;
রমণীকুলের তুমি প্রিয় অলঙ্কার।

(৬)

নহ শুধু স্মিতমুখি! সৌন্দর্য্য-আধার,
সৌরভে ভুলাও প্রাণ, ভ্রমর করয়ে গান,
গন্ধবহ বহে সদা সুগন্ধভাণ্ডার ;
রূপে গুণে সমতুল কে আছে তোমার।

(৭)

কিছুই ত চিরস্থায়ী না আছে ধরায়,
এত রূপ, এত হাসি, এত যে সৌরভরাশি,
সবতো হারায়ে ফেল নিমেষেতে হায় !
সামান্য তপন-তাপ সহে না যে গায়।

(৮)

এ সংসার নহে তব যোগ্য বাসস্থান,
তাপদগ্ধ এ ধরায়, সকলি ফুরায়ে যায় ;
হয় নাকো শুধু হায় দুঃখ অবসান ;
বড়ই সহিষ্ণু এই মানবপরাণ।

(৯)

যাও তবে—যাও তুমি অমরনগরে,
নন্দনকাননমাঝে, সাজিয়ে মোহন সাজে,
চির তরে ভাস সদা সুখের সাগরে ;
তোমার দারুণ ব্যথা সহে না অন্তরে।

(১০)

অথবা একটী বার বল কৃপা করি,
কেমনে এ দুঃখরাশি, সতত উড়াও হাসি,
কেমনে হাসাও পরে কাননসুন্দরি ;
পালিব তোমার আজ্ঞা প্রাণপণ করি।

(১১)

দেখি যদি পারি আমি তারেক ভুলিতে,
হৃদয়ের হুতাশন, সংসারের জ্বালাতন,
যাহাতে দহিছি নিত্য এ মর ভূমিতে ;
শান্তি বুঝি নাহি কভু মিলে পৃথিবীতে।

(১২)

সুধায়েছি বার বার বহু শত জনে,
বলেনি ত তারা তবু লভিয়াছে শান্তি কভু,
তাই বলি শান্তি নাই মানবজীবনে ;
চির শান্তি শুধু সেই শান্তিনিকেতনে।

শ্রীচারুমোহন দে, রাজসাহী।

স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের আত্মজীবনী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

শিবকৃষ্ণ বাবু আমার Guardian angel হইয়া দেখা দিলেন। কি ভালবাসাই তিনি বাসিতেন, কি নিঃস্বার্থ বন্ধুতার কার্য্যই তিনি করিতেন। তাঁহার নিকট আমার ধর্ম্ম শিক্ষা, রচনা-শিক্ষা, বিচার-শিক্ষা ও মহৎ লক্ষ্যসাধনে উৎসাহ হয়। তাঁহার যত্নে আমার কলিকাতায় আসিবার সুযোগ হয়। ইতিপূর্ব্বেই তিনি আমাকে কলিকাতা দেখাইয়া লইয়া যান। তাঁহার সহিত বন্ধুত্বে আমি মজিলপুরে কি উন্নত অবস্থায় ছিলাম। তাঁহার উদ্যানে আসিয়া সঙ্গীতাদিতে আমি কত উপকার পাইতাম। তাঁহার দ্বারা আমার নানাবিধ উপকার হইত। মানুষে মানুষের এত উপকার করে, আমি কখনও দেখি নাই।

১৮৭০ ৭১ অব্দে মেডিকাল কলেজে পাঠ করি। বিজ্ঞানপাঠে অনেক শিক্ষা হয়। কিন্তু কলেজ আমার পক্ষে অস্বাভাবিক স্থান বলিয়া বোধ হইত। জ্যেষ্ঠ সহোদরের পীড়া হওয়ায় তাঁহার সন্তানদিগকে কলিকাতায় লইয়া আসাতে আমার কষ্টের বৃদ্ধি হয়। অতিরিক্ত পরিশ্রমে আমার মস্তকের ও চক্ষুর পীড়া হয় এবং শেষে স্কলার্সিপও বন্ধ হয়। তখন অগত্যা কলেজ ছাড়িতে হইল। ১৮৭২ সালে বাবু হরনাথ ভঞ্জ প্রতিষ্ঠিত জয়নগরের ইংরাজি বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিযুক্ত হই। কালিনাথের সহিত মজিলপুর ইংরাজি স্কুলে একত্র পড়িয়াছিলাম। শিবকৃষ্ণ বাবুর প্রভাবে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি ইঁহারও আকর্ষণ হয়। এক্ষণে মজিলপুরে ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা ও বিশেষরূপে ব্রাহ্মধর্ম্মের চর্চ্চা হয়। তৎপরে কালিনাথের পিতৃশ্রাদ্ধোপলক্ষে মজিলপুরে মহা সমাজিক আন্দোলন হয়, তাহাতে আমাদিগকে সমাজচ্যুত হইতে হয়।

পিতামহীর স্বর্গারোহণ— আমার

পিতামহী অতিশয় বৃদ্ধা হইয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে পতি, পুত্র ও কন্যাদিগকে হারাইয়া তিনি পাগলের মত হইয়াছিলেন। পরে পিতাঠাকুরের মৃত্যুতে একেবারে ভগ্নহৃদয় ও ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া যান। তথাপি পৌত্রপৌত্রীদিগের জন্য তাঁহার যত্ন ও স্নেহের ত্রুটি ছিল না। এই অবস্থায়ও তাঁহার ধর্ম্মে অনুরাগ দেখা যাইত। তিনি রাত্রি থাকিতে উঠিয়া দেবতাদিগের নাম ও নানা ব্রতকথা আবৃত্তিতে অনেক সময় কাটাইতেন এবং আহ্নিক, পূজা ও দেবমূর্ত্তিদর্শনেও অনেক সময় দিতেন।

শেষাবস্থায় কিছু দিন পীড়ায় শয্যাগত হইয়া ছিলেন। তখন আগ্রহের সহিত ব্রহ্মসঙ্গীত শুনিতেন। এ সময় আমাদের কনিষ্ঠ সহোদর পাঠার্থ কলিকাতায় অবস্থিতি করে এবং আমি ও জ্যেষ্ঠসহোদর মজিলপুরে থাকি। ইনিও আমার সহিত ব্রাহ্ম ধর্ম্মের আশ্রয় লইয়াছিলেন এবং তাঁহার পত্নী বিদ্যাশিক্ষা ও তৎসঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম্ম শিক্ষা করিতেন। আমি তখনও জয়নগর স্কুলে শিক্ষকতা করি। গ্রামের মধ্যে আমাদের একমাত্র ব্রাহ্ম বন্ধু কালিনাথ। তাঁহারই বাটীতে সর্ব্বদা ব্রাহ্মধর্ম্মের চর্চ্চা হয়। পিতামহীর পীড়া একদিন হঠাৎ বাড়িয়া উঠিল এবং তাঁহার অন্তিমকাল উপস্থিত হইল। কবিরাজ রামধন বৈদ্য দেখিয়া বলিলেন "আর কেন গঙ্গায় লইয়া চল।" বাটীর সম্মুখস্থ "হেদোর" ঘাটে আমরা দুই ভাই কবিরাজের সহায়তায় তাঁহাকে লইয়া গেলাম। কবিরাজ "অন্তে নারায়ণ ব্রহ্ম" বলিয়া নাম ডাকিতে লাগিলেন কিছু দূরে অনেকগুলি লোক মূক সাক্ষীর ন্যায় দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন। দেশের সর্ব্বাপেক্ষা আত্মীয় জেঠা মহাশয় দাদা মহাশয়কে পুকুরের অন্য পাড় হইতে বলিতে লাগিলেন "অভয় আমাদের মতে কাজ কর্ম্ম করিস্ ত বল।" দাদা বলিলেন "মশাই এ সময় একবার আসুন, পরে যেমন হয় করা যাইবে।" তিনি জমীদারের দেওয়ান্, অমনি সরিয়া গেলেন, আর কেহ কাছে ঘেঁসিল না। তখন অপরাহ্ণ, মা কাঁদিতে লাগিলেন। দাদা বলিলেন "আর কাহাকেও কাজ নাই, চল আমরা দুই জনেই সব কাজ সমাধা করিব। তাঁহার বায়ুর ধাতু, রাখিলে রক্ষা নাই। ভৃত্য কৃষ্ণ গোয়ালাকে একখানি কুড়ুল সহিত সঙ্গে লইয়া দুই ভাইয়ে শবস্কন্ধে গ্রামের প্রান্তস্থিত বুড়োর ঘাটে গেলাম। সেখানে কাঠ লইয়া ভৃত্য চেলা করিবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময়ে জমীদারের দুই জন লোক আসিয়া বলিল এ স্থানে পোড়াইবার হুকুম নাই, অন্যত্র লইয়া যাও। তাহাদের একজন ভৃত্যের হস্ত হইতে কুড়ুলখানি কাড়িয়া লইয়া গেল। আমরা নিরুপায়। কিয়ৎক্ষণ পরে জমীদারের এক ভৃত্য আসিয়া কুড়ুলখানি ফিরাইয়া দিয়া বলিল "মড়া আর কোথায় লইয়া যাইবে।" আমরা তখন ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়া তাঁহার নাম করিতে করিতে ভৃত্যের পরামর্শানুসারে চিতা সাজাইয়া শবদাহ করিলাম। রাত্রি

প্রহরেক হইলে বাটী যাইয়া দেখি মাতা কাঁদিতে কাঁদিতে আক্ষেপ করিতেছিলেন। যথাবিধি দ্বারে অগ্নি জ্বালিয়া আমাদিগকে যত্ন করিয়া ঘরে লইলেন, কিন্তু সে রাত্রি আমাদিগকে বাহির-বাটীতে থাকিতে হইল।

পরদিন দেশের লোক শবদাহ সম্বন্ধে আমাদের নামে নানা প্রকার দুর্নাম রটনা করিয়া দিল। কেহ বলিল শব পুতিয়াছে, কেহ বলিল অবৈধভাবে দগ্ধ করিয়াছে। মার উপর পাড়াপ্রতিবাসীরা পীড়ন করিতে লাগিল। তাহারা বলিল "সন্তানদিগকে ত্যাগ কর।" তিনি তাহাদিগকে বলিলেন "আমি সব ছাড়িতে পারি, কিন্তু ছেলে-দিগকে ছাড়িতে পারিব না, আর তাহা-দিগকে কি দোষেই বা ছাড়িব।" চক্ষের জলে ভাসিয়া মা আমাদিগকে বলিতেন "তোদের ত কোন দোষ নাই দেখিতেছি, তবে লোকে মন্দ বলে কেন? লোকে মন্দ না বলে এমন করে কি চলতে পারিস্ না।" তিনি ইতিপূর্ব্বে ব্রহ্মসঙ্গীত ও ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশ শুনিতে ভাল বাসিতেন। অনেক সময় একাদশীর উপবাসে তাহাই শুনিয়া সুখানুভব করিতেন। অন্তরে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার টান থাকিলেও সমাজের এবং প্রাচীন ধর্ম্মবিশ্বাসের অনুরোধে কনিষ্ঠ পুত্রকে লইয়া হিন্দুধর্ম্মমতে খাশুড়ীর আগ্ন শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিলেন। শ্রাদ্ধের দিন যত নিকট হইতে লাগিল, আত্মীয় স্বজন ততই আমাদিগকে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন।

(ক্রমশঃ)

নূতন সংবাদ।

১। লণ্ডন নগরে সর্ব্বজাতি-সম্মি-লনের এক সমিতি বসিয়াছে। কুচবিহার কলেজের প্রধান অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় উক্ত সভার শুভ কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। পাশ্চাত্য লোকদিগের সহিত এদেশের লোকের সম্বন্ধ ও তাহার আলোচনাই এই সভার উদ্দেশ্য।

২। মান্দ্রাজে কাবেরী নদীর এরূপ প্রবল বন্যা হইয়াছে যে,তাহাতে ওয়েলস্‌লি ব্রিজের কোন কোন অংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ইহাতে লোকদিগকে কিরূপ অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে তাহা বলা বাহুল্য। এইরূপ বন্যা এই নদীতে আর কখনও হয় নাই।

৩। চীন গবর্ণমেণ্ট এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, ইংরাজি ১৯১২ সালের জানুয়ারি মাস হইতে পারস্য ও তুরস্কের আফিম চীনসাম্রাজ্যে আর আমদানী হইতে পারিবে না।

৪। কলিকাতা ধর্ম্মতলার মোড়ে ট্রাম-যাত্রিগণের জন্য একটি বিশ্রামস্থান শীঘ্রই নির্ম্মিত হইবে।

৫। শুনা যাইতেছে, লণ্ডন নগরে এক

নূতন "সর্ব্বোচ্চ আপীল আদালত" প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই আদালতই নাকি ব্রিটিশ সম্রাজ্যের সর্ব্বোচ্চ আপীল আদালত হইবে।

৬। কেহ কেহ বলেন যে, কেঁচোর শরীর হইতে যে একপ্রকার উজ্জ্বল রস বহির্গত হয়, সেই রস সর্পবিষের অব্যর্থ ঔষধ। এই রস জলের সহিত মিশাইয়া এক ঘন্টা অন্তর তিন চারি বার সেবন করিতে হয়। প্লেগরোগেরও ইহা উত্তম ঔষধ।

৭। আমাদিগের দেশের প্রাচীন বিদ্যা ও প্রাচীন ভাষাসমূহের যাহাতে সম্যক উন্নতি হয়, তাহার উপায় নির্দ্ধারণ করিবার জন্য বহু প্রাচীন ভাষাবিদ্ পণ্ডিতগণের সম্মিলনে, বটলার সাহেবের সভাপতিত্বে, সিমলায় এক সভার অধিবেশন হয়। ইহাতে স্থির হইয়াছে যে, প্রাচীন ভাষাসমূহের অধিকতর আলোচনার ব্যবস্থার জন্য কলিকাতা নগরীতে একটী প্রধান বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে। পণ্ডিত ও মৌলবীদিগকেও নানা উপায়ে বিশেষরূপে উৎসাহিত করা হইবে।

৮। বৃষ্টিকামনায় বোম্বাই নগরে এক ইন্দ্রযজ্ঞের অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে। ইহাতে দশ সহস্র টাকা ব্যয় হইয়াছে। যজ্ঞফলে অনেক স্থানেই বৃষ্টির আভাস পাওয়া গিয়াছে।

৯। আগামী ২রা ডিসেম্বর ভারতসম্রাট পঞ্চম জর্জ বোম্বাই বন্দরে পৌছিবেন। সম্রাটের সমভিব্যাবহারে ভারত-ষ্টেট্ সেক্রেটারী লর্ড ক্রু, তাঁহার পত্নী এবং রাজপরিবারস্থ ২৬ জন লোক আসিবেন। তাঁহারা ৭ই ডিসেম্বর বোম্বাই হইতে যাত্রা করিয়া দিল্লীতে আসিয়া পৌছিবেন। ১২ই ডিসেম্বর দিল্লীতে দরবার হইবে। তৎপরে ১৬ই তিনি নেপাল যাত্রা করিবেন। এই সময়ে সম্রাজ্ঞী আগ্রা ও মধ্যভারত পরিভ্রমণ করিবেন। ২রা জানুয়ারি সম্রাট্ ও সম্রাজ্ঞী কলিকাতায় আগমনের জন্য যাত্রা করিবেন। এখানে ৩রা আসিয়া পৌছিবেন, এইরূপ অবধারিত হইয়াছে, শুনিতেছি।

১০। আমেরিকায় অণ্টেরিও, মিশিগান প্রভৃতি স্থানে ভীষণ অগ্নি-ঝটিকা প্রবাহিত হওয়ায় দাবানলের উৎপত্তি হইয়াছে। শত শত ক্রোশব্যাপী বনভূভাগ সকল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে। কয়েকটি নগর পুড়িয়া একেবারে ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। নরনারী সকলে দলবদ্ধ হইয়া হ্রদের সলিলে ঝম্প দিয়া পড়িতেছে। অনেকে হ্রদের জলে ডুবিয়া প্রাণ হারাইতেছে। এক পরকুপাইন নগর ভস্মসাৎ হওয়ায় প্রায় চারি শত লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। তাহার উপর পুনঃপুনঃ প্রবল ঝড়। প্রতিদিনই নূতন নূতন নগরে অগ্নি লাগিতেছে। সর্ব্বত্রই একেবারে ত্রাহি ত্রাহি শব্দ শুনা যাইতেছে। কি ভীষণ ব্যাপার!

বামারচনা।

আকাঙ্ক্ষা।

সকল ভুলায়ো প্রভো মোরে, তোমারে
গো ভুলায়ো না।
আমার সকলি তুমি
হে নাথ। জগৎস্বামী!
লও গো নিঃশেষ করি—তুমি যেন যেও
না।
জগতের যত সাধ, বাসনা, কামনা,
সব লও দূর করি,
জীবনের হেয় যত আকাঙ্ক্ষা পিপাসা,
সকলি লও গো হরি',
ডরিব না, ভবিষ্যৎ ভাবিব না,
তোমা বই আর কিছু প্রাণ যে গো
চাহে না।
তোমার এ ধরাপরে, তোমারে পাইলে
পরে,
সংসারের কোন দুঃখ না দিবে বেদনা।
সকল ভুলায়ো প্রভো মোরে, তোমারে
গো ভুলায়ো না।

(২)

সব মম ভেঙ্গে যাক্, সব ভস্ম হয়ে যাক্,
শুধু,—তুমি গো "প্রাণের হরি"—তুমি
যেন যেও না!
সংসারের হেলাফেলা, চারি দিকে
লীলাখেলা,
কেমন অনিত্য সব দেখ নাথ! দেখ না!
তুমি যে গো ধ্রুব-তারা তুমি যেন যেও না!
সকল ভুলায়ো প্রভো মোরে, তোমারে
গো ভুলায়ো না।

কুমারী প্রেমকুসুম নাগ,
ময়মনসিংহ।

হরি-ভক্তি।

হরি পদে মন কর সমর্পণ;
হরিপদ কর সার।
হরিগুণ গান প্রেমসুধা পান,
হরি বল অনিবার॥
হরিনামে হয় পাপ তাপ ক্ষয়;
হরি বিনে নাহি গতি।
হরিগুণ গাই সবে মিলে ভাই;
সে পদে করি প্রণতি॥
হরি হরি বলে, দুটী বাহু তুলে;
হরিনাম গাই ভাই।
হরির প্রসাদে, হরিপদে মেতে,
হরি হরি নাম গাই।
হরি বিনে ভাই গতি আর নাই;
হরি হরি সবে বল।
হরিগুণ গেয়ে, হরি প্রাণে নিয়ে;
হরিধামে যাই চল॥

শ্রীমতী প্রভাবতী।

মৃত্যু।

শীতের কুহেলীময়, উত্তরে বাতাস বয়,
শাখা হতে পাতাগুলি ঝরে পড়ে যায়।
ফুলগুলি ম্লান বেশে, বৃন্ত হতে পড়ে খসে,
অবশ হইয়া যেন কত বেদনায়।
সন্ধ্যায় তারকা উঠে, সারা রাত থাকে ফুটে,
কোথায় ডুবিয়ে যায় প্রভাতের বায়।
সকলি নিয়মমত, চলিতেছে অবিরত
সবারি সময় আছে, কিন্তু হে মরণ!
সকল সময়ে শুধু তব আগমন।

জীবনের কাজ যত, কর্ত্তব্য কঠিন ব্রত
সাধিতে সারাটী দিন রয়েছে বিস্তৃত।
সন্ধ্যাবেলা জ্বেলে বাতি, মিলি প্রিয় সখা সাথি,
আমোদ প্রমোদ ভরে প্রফুল্লিতচিত।
নীরব নিঝুম নিশি, নির্জ্জনে একাকী বসি,
স্মরিতে, ডাকিতে সেই জগতজীবন,
সমস্ত সময় শুধু তোমার কারণ।

বন্ধুগণ মিলি সুখে প্রীতি নিমন্ত্রণ,
বাঁশীর কোমল সুরে, মলিনতা যায় দূরে,
কিম্বা শোক দুঃখে হয় ম্রিয়মাণ মন
বুকফাটা যাতনায়, লুকানো আঁখির ধার,
সবারি সময় আছে কিন্তু হে মরণ!
সমস্ত সময় আছে তোমার কারণ।

মানবযৌবন যবে, ফুটে উঠে পূর্ণ ভাবে,
ফুলটি ফুটিয়ে উঠে মধু বিকিরণে,
ধ্বংসকে উপেক্ষা করে, ঠেলে দেয় ঘৃণা-ভরে,
তোমাকেও ঘৃণা করে মধুর জীবনে।
ফুটিয়ে লইব হরে' ভাবিয়া উপেক্ষা করে,
সে জাতীয় নহ তুমি অফুটন্ত কলি
সবলে বিনাশ কর চরণেতে দলি।

শীতের কুহেলীময়, উত্তরে বাতাস বয়,
শাখা হ'তে পাতাগুলি ঝরে পড়ে যায়।
ফুলগুলি ম্লান বেশে, বৃন্ত হতে পড়ে খসে,
অবশ হইয়া যেন কত বেদনায়।
সন্ধ্যায় তারকা উঠে, সারারাত থাকে ফুটে,
কোথায় ডুবিয়ে যায় প্রভাতের বায়।
সকলি নিয়মমত, চলিতেছে অবিরত,
সবারি সময় আছে, কিন্তু হে মরণ!
অনিয়মে, অসময়ে তব আগমন।

জানি মোরা কবে চাঁদ পূর্ণ হয়ে উঠে,
কোকিলের গানে কবে বনে মধু ছুটে,
শরতে চন্দনের গাছে, সোণালী বরণ রাজে,
কিন্তু কে বলিবে কবে প্রস্তত হইয়া
সাদরে তোমায় মৃত্যু! লইব বরিয়া।

যখন ফাগুনে বায় ধীরে ধীরে কানে
বলে দেয় প্রস্ফুটিত যুথি কোন্‌খানে,
তখন কি আস তুমি, অথবা চুমিয়ে ভূমি
ফুলগুলি ঝরে যবে গ্রীষ্ম অবসানে?
কে বলিয়ে দিবে হায়, কবে তব অপেক্ষায়,
রহিব আমরা ভয়ব্যাকুলিত মনে।

সাগরের বক্ষ শুভ্র ফেনমালাময়
সেথায় বিরাজ তুমি সকল সময়।
মধুর বীণার স্বর, সমীরে করিয়া ভর,
মিশে যায় শূন্য পথে. পাষাণহৃদয়!
সেথানেও অবস্থিতি তোমার নিশ্চয়।
সুখ শান্তি মধু ভরা স্নেহের ভবন
প্রতিপদে পাই সেথা তব নিদর্শন।
কর্ম্মক্ষেত্রে দূর দেশে, গেলেও ভীষণ বেশে,
সঙ্গে সঙ্গে তুমি মৃত্যু! করহে গমন,
পৃথিবীর সর্ব্বস্থানে তুমি হে শমন।

সখায় সখায় যেথা সুখের মিলন
সেথানেও আছ তুমি নিঠুর মরণ!
সুবট বৃক্ষের ছায়, মৃদুল দক্ষিণা বায়।
আরাম বিশ্রাম যেথা রহে অনুক্ষণ,
সেথানেও পাই সদা তব দরশন।

তীক্ষ্ণ অস্ত্র করে ধরি, বাজাইয়া রণভেরী,
গগন বিদীর্ণ করি হয় যথা রণ,
জিঘাংসার হাসি দহে, শোণিতলহরী বহে,
অস্ত্রাঘাতে চূর্ণ হয় মাথার ভূষণ,
সেথানেও আছ তুমি অজ্ঞাত মরণ!

শীতের কুহেলীময়, উত্তরে বাতাস বয়,
শাখা হতে পাতাগুলি ঝরে পড়ে যায়।
ফুলগুলি ম্লান বেশে বৃন্ত হতে পড়ে খসে,
অবশ হইয়া যেন কত বেদনায়।
সন্ধ্যায় তারকা উঠে, সারা রাত থাকে ফুটে,
কোথায় ডুবিয়ে যায় প্রভাতের বায়।
সকলি নিয়মমত, চলিতেছে অবিরত,
সবারি সময় আছে, কিন্তু হে মরণ!
অনিয়মে অসময়ে তব আগমন।

১৬।৪ নং মধুরায় লেন, ইণ্ডিয়ান্ প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত
ও
শ্রীসন্তোষ কুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৯ নং আণ্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা

No. 577-78. Sept. & Oct., 1911.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি. এ, কর্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৪৯ বর্ষ। ৫৭৭-৭৮ সংখ্যা। } আশ্বিন, কার্ত্তিক, ১৩১৮। { ৯ম কল্প। ৪র্থ ভাগ।

বামাবোধিনীর উনপঞ্চাশৎ জন্মোৎসব।

প্রভু পরমেশ্বরের অপার করুণায় বামাবোধিনী আজ অষ্টচত্বারিংশ বর্ষ অতিক্রম করিয়া উনপঞ্চাশৎ বৎসরে পদার্পণ করিল। এই প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী কালের মধ্যে ইহার জীবনের ঘটনা সকল স্মরণ করিলে ভগবানের আশ্চর্য্য করুণার নিদর্শন দেখিয়া স্তম্ভিত হইতে হয়। বিশেষতঃ বিগত চারি বৎসর কাল পিতৃহীনাবস্থায় কি মহাপরীক্ষার মধ্য দিয়া ইহাকে আপন ক্ষীণ দেহখানি লইয়া বৎসর অতিক্রম করিতে হইতেছে তাহা চিন্তা করিলে ইহার সম্বন্ধে ভগবানের কোন মহান্ উদ্দেশ্য আছে বুঝিতে পারিয়া আমরা নিরুৎসাহ ও অবসন্ন হৃদয়ে বল লাভ করি। মানুষ অন্ধ, দুঃসময় ও পরীক্ষা আসিলেই একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং ঘোর দুর্দ্দিনের মধ্যে ও সেই চিরমঙ্গলালয়ের মঙ্গল হস্ত প্রসারিত রহিয়াছে, তাহা দেখিতে পায় না। প্রতি মুহূর্ত্তে ইহার আয়ুর শেষ হইল ভাবিয়া আমরা বিকম্পিত হইতেছি, কিন্তু কি জানি কোন্ অদৃষ্ট হস্ত স্নিগ্ধবায়ু সঞ্চারণে এই শুষ্কপ্রায় মুমূর্ষু বৃক্ষটীকে পুনর্জ্জীবিত করিতেছে। আজ সেই বিঘ্নবিনাশন মঙ্গলময়ের চরণে প্রাণের কৃতজ্ঞতা ও ভক্তির সহিত প্রণাম করি। ইহার যে স্বর্গীয় প্রতিষ্ঠাতা জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত ইহার মঙ্গলসাধনোদ্দেশে ভাবিয়াছেন এবং যাঁহার অভাবে আজ ইহাকে অশেষ বিপদরাশির মধ্য দিয়া অতিকষ্টে জীবনের পথে অগ্রসর

হইতে হইতেছে, তাঁহাকে স্মরণ করি ও তাঁহার চরণে প্রণাম করি। তৎপরে যে সকল সহৃদয় ও সহৃদয়া লেখক লেখিকা ইহার শত অপরাধ ও ত্রুটি মার্জ্জনাপূর্ব্বক ইহাকে এখনও প্রাণের সহিত ভাল বাসিয়া ইহাতে নিয়মিতরূপে প্রবন্ধাদি প্রেরণ ও ইহার উন্নতিকল্পে অসীম যত্ন ও সহায়তা করিতেছেন, তাঁহাদিগকেও প্রাণের ধন্যবাদ প্রদান করিয়া আজ আমরা সকলের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করি।

বিগত ৩১শে ভাদ্র, রবিবার, বামাবোধিনীর সাম্বৎসরিক জন্মোৎসব সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত সুর্য্যকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় উপাসনার এবং শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ সিংহ মহাশয় সভাপতির কার্য্য করেন। কয়েকজন হিতৈষী বন্ধু ইহার উন্নতিকল্পে কয়েকটী বিষয়ের আলোচনা করিলেন। তৎপরে সভাভঙ্গ হয়।

বামাবোধিনীর জন্মদিনে।

১

তরুণ অরুণ রাগে, সোনামুখী উষা জাগে,
স্বর্ণ-অচলে,
তার শুভ স্পর্শ পেয়ে, বসুমতী হর্ষে চেয়ে,
সঞ্জীবনমন্ত্রে জীয়ে মৃত প্রাণিদলে।

২

অর্দ্ধ শতাব্দীর আগে, অরুণের রক্ত রাগে
ভরা ভাদ্র মাসে,
নিত্য ধরা করে স্নান, গঙ্গায় উছলে বান,
কে যেন অবনী ভরে স্নেহের আশ্বাসে।

৩

সেই কালে, সেই যুগে, বঙ্গ জননীর বুকে,
এক তপোবনে,
হতে ঋষি তপোব্রত (বঙ্গবালা-হিত-ব্রত)
জন্মিল মানসী মেয়ে সে শুভ মননে।

৪

বিধাতার কৃপা মাগি, নারীর কল্যাণ লাগি,
পিতা সে বালায়—
কত মত দিলা শিক্ষা, মহামন্ত্রে দিয়া দীক্ষা
অন্তঃপুর নিরজনে প্রেরিলা তাহায়।

৫

আমি সেই অভাগিনী, জনকের আদরিণী
সে "বামা-বোধিনী",
পিতৃ আজ্ঞা পালিবারে, ঘুরিতেছি দ্বারে দ্বারে
তোমা সবে সেবিবারে প্রাণের ভগিনি।

৬

তোমরা দুয়ার খুলি, স্নেহার্দ্র নয়ন তুলি,
কাছে লহ ডেকে,
আজি আমি পিতৃহীনা, ভগিনীর প্রীতি বিনা,
কি চাহিব শূন্য বুকে এ মরতে থেকে?

৭

পিতা দিয়াছেন কহি, আমি অন্য কিছু নহি,
সেবা মূর্ত্তিমতী,

পিতা দিয়াছেন কহি, আমি ভিখারিণী নহি,
বিলাইব জ্ঞান ধর্ম্ম করুণা ভকতি।

৮

আজি পিতা বহু দূরে, স্বর্গে—সে অমরপুরে,
আমি ধরাতলে ;
তবু তাঁর স্নেহরাশি, বায়ুস্তরে আসে ভাসি,
অলক্ষ্যে জীবনী দিতে এ দীন দুর্ব্বলে !

৯

হে পিতঃ, আরাধ্যতম, ও পদে প্রণতি মম,
দুহিতা তোমার,
বিধাতার শুভাশীষে, সংসারের শত বিষে
নাহি হোক জরাজীর্ণ আয়ুষ্কাল তার ;
সমস্ত শকতি ঢালি, তোমার আদেশ পালি,
ফিরে যেন তব কোলে, বলিব কি আর,
তুমি পিতঃ, স্বর্গ ধর্ম্ম তপস্যা তাহার।

বামাবোধিনী।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

১। মৃত্যু—হায় হায় ভারতের আজ কি দুর্দ্দশা! এই অল্প দুইমাস কালের মধ্যে ভারতমাতা কতগুলি রত্ন হইতে বঞ্চিত হইলেন, তাহা একবার চিন্তা করিলে শোকে অধীর হইতে হয়, হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। প্রথমতঃ বহুভাষাবিৎ শ্রীযুক্ত হরিনাথ দে মানবলীলা সংবরণ করিলেন। তিনি ৩৪বৎসর কাল মাত্র জীবিত ছিলেন, তন্মধ্যে ৩৩টী ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন, এবং তাহার কয়েকটীতে অতীব কৃতিত্বের সহিত এম, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এরূপ অল্প সময়ের মধ্যে তিনি এক একটী ভাষায় একেবারে পণ্ডিত হইতে পারিতেন যে তাহা অতীব আশ্চর্য্যজনক। তাঁহার ন্যায় অল্প বয়সে এতগুলি ভাষায় সুপণ্ডিত জগতে বিরল। তিনি অতীব পরোপকারী ছিলেন। ভগবান্ তাঁহার বৃদ্ধা জননী, এবং তাঁহার পরিবার ও আত্মীয়দিগকে শান্তি প্রদান করুন।

ইহার পর হায়দ্রাবাদের নিজাম পরলোক গমন করেন।

তাহার পরই বিনামেঘে বজ্রপাত। মিথ্যা মৃত্যুসংবাদরটনার অব্যবহিত পরেই কুচবিহারাধিপতি, লেঃ কর্ণেল মহারাজ স্যার নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর দেহত্যাগ করিয়া পরলোকে চলিয়া যান। প্রায় দেড় বৎসর পূর্ব্বে স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য তিনি ইংলণ্ডে গমন করিয়াছিলেন। তথায় কয়েক মাস অবস্থানের পর স্বাস্থ্যের কিঞ্চিৎ উন্নতি দেখিয়া স্বদেশ প্রত্যাগমনের অভিলাষ প্রকাশ করেন। কিন্তু ভারত-সম্রাট এডওয়ার্ডের মৃত্যুতে তাহা স্থগিত করিতে হয়। পরে বর্ত্তমান ভারত সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জের রাজ্যাভিষেকের পর তাঁহার স্বদেশে প্রত্যাগমনের দিন স্থির হয়। কিন্তু হায়, দুরারোগ্য ব্যাধি তাঁহাকে কালকবলে নিক্ষিপ্ত করিল। তিনি বঙ্গদেশের সর্ব্বপ্রধান মিত্ররাজ ছিলেন। অসামান্য

উদারতা, মহানুভবতা, বদান্যতা, দেশ-হিতৈষণা প্রভৃতি নানা গুণে তিনি সর্ব্বসাধারণের প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। পার্থিব ধন, সম্পদ, মান, সম্ভ্রম অনেকেরই থাকে, কিন্তু কয়জন তাঁহার ন্যায় ব্যথিতের বেদনা অনুভব ও দরিদ্রের অভাব বিমোচন করিয়া থাকেন। ইনি আজীবন বঙ্গসাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক। ব্রীটিশ গবর্ণমেণ্টকে নানা প্রকারে সহায়তা করিয়া ইনি শাসনকর্ত্তাদিগের ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছিলেন এবং বহু পুরস্কারাদিও পাইয়াছিলেন। অধিক কি, তিনি যুবরাজ প্রিন্স্ অব ওয়েলসের Hony. Aide de camp, ইংরাজ সৈন্যদলের Lieutenant colonel প্রভৃতি পদেও অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং সমরে ভারত-সম্রাটের পক্ষাবলম্বনপূর্ব্বক সমর নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়া বিশেষ প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার কীর্ত্তি সকল দর্শন করিলে তাঁহার কি গভীর স্বদেশপ্রেম ছিল, তাহা স্পষ্টই অনুমিত হয়। এই সকল গুণে তিনি যেরূপ অলঙ্কৃত ছিলেন, ক্রীড়াদিতেও সেইরূপ সুনাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পোলো, টেনিস প্রভৃতি খেলায় তাঁহার অত্যন্ত পারদর্শিতা ছিল বলিয়া তিনি ইংরাজদিগের সম্মান আকর্ষণ করিতে পারিয়াছিলেন। ইনি পূজনীয় ভক্ত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ জামাতা। ইঁহার বয়ঃক্রম ৪৯ বৎসর মাত্র হইয়াছিল। হায়! বিধির কি বিচিত্র বিধান! অকালে ইঁহার জীবনরবি অস্তমিত হইল। যাঁহার ইচ্ছায় সকলই সাধিত হয়, সেই বিশ্ববিধাতা তাঁহার শোকার্ত্ত পরিবারে শান্তিবিধান করুন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

তৎপরে আর কি বলিব! বিধাতা যেন তাঁহার আদরের সামগ্রী কয়টীকে একে একে ক্রোড়ে তুলিয়া লইতেছেন। বিগত ৪ঠা আশ্বিন, বৃহস্পতিবার, বেলা এগারটার সময় বৈদ্যকুলচূড়ামণি বিজয়রত্ন সেন মহাশয় সজ্ঞানে নশ্বরধাম পরিত্যাগ করিয়াছেন। বঙ্গমাতা তাঁহার প্রতিভাসম্পন্ন, বিজ্ঞ, ধীর, উদারচিত্ত, সদালাপী চিকিৎসককে হারাইলেন। যে বস্তু হারাইল, তাহা শীঘ্র পূর্ণ হইবার নহে। স্বনামখ্যাত স্বর্গীয় গঙ্গাপ্রসাদ সেন মহাশয়ের কনিষ্ঠা ভগিনী বিজয়রত্নের মাতা। বিজয়রত্ন তাঁহার মাতার তৃতীয় সন্তান। ইনি অল্প বয়সেই দুরূহ শাস্ত্র সকল অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। পাঠাবস্থা সমাপ্ত হইবার পর তাঁহার অসামান্য প্রতিভা, চিকিৎসা-নৈপুণ্য এবং আতুরের প্রতি যত্ন দর্শন করিয়া ও তাঁহার সদালাপে মুগ্ধ হইয়া বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি স্ব স্ব গৃহে চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার পসার ও প্রতিপত্তির এরূপ বৃদ্ধি হইয়াছিল যে, ক্রমে তাহা বঙ্গদেশকে প্লাবিত করিয়া ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও প্রবেশলাভ করিয়াছিল। "সুদূর বেলুচিস্থান হইতে ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত, এবং নেপাল, সিকিম ও কাশ্মীর হইতে লঙ্কাদ্বীপ পর্য্যন্ত তাঁহার যশ বিস্তীর্ণ হইয়াছিল। আমেরিকা, ইংলণ্ড, জর্ম্মণী

প্রভৃতি পাশ্চাত্যদেশেও তাঁহার যশ ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার অসীমগুণগ্রামের জন্য মহামান্য বঙ্গেশ্বর তাঁহাকে উপাধি প্রদান করেন। এই রাজসম্মানপ্রাপ্তির পর তিন বৎসর মাত্র অতীত হইতে না হইতেই তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া বিশ্বজননীর ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। পরমেশ্বর তাঁহার শিষ্য ও পরিবারবর্গকে সান্ত্বনা প্রদান করুন।

ইহার পর গত মহাষ্টমীর দিন দেশহিতৈষী, কর্ম্মবীর, তেজস্বী, সত্যবাদী, দয়াশীল শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় পরলোক গমন করিয়াছেন। ইনি পূজ্যতম শ্রীযুক্ত রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র। লীলাময় ভগবান্ তাঁহার বৃদ্ধ পিতার শোক দূর করুন।

আবার গত বুধবার ১০ই আশ্বিন, কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয় লোকান্তরিত হইয়াছেন। তিনি অতিশয় ধর্ম্মভীরু ও সত্যনিষ্ঠ ছিলেন। জীবন্মৃত অবস্থাতেও তাঁহার শাস্ত্রচর্চ্চার বিরাম ছিল না। বহু দর্শনশাস্ত্র অনুবাদ করিয়া তিনি মাতৃভাষার অঙ্গপুষ্টি করিয়াছিলেন। যতদিন তাঁহার বেদান্ত, সাংখ্য, পাতঞ্জল প্রভৃতি গ্রন্থ বিদ্যমান থাকিবে ততদিন তাঁহার স্মৃতি উজ্জ্বলরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে।

ভক্ত দেবেন্দ্রনাথ—যিনি কলিকাতার অন্তর্গত ইটালীতে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, যাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া বহু সংসারতাপে তাপিত নরনারী শান্তিসুধা লাভ করিতেন, গত ২৭শে আশ্বিন ৬৮ বৎসর বয়সে তাঁহারও তিরোভাব হইয়াছে।

ভীষণ কালের কথা আর কত বলিব! মানবরত্নমালা বুঝি ভগবানের যশোগীতি গান করিতে করিতে অনন্তধামে চলিয়া যাইলেন। ভগিনী নিবেদিতা (Sister Nivedita) অথবা কুমারী নোবল্ও (Miss Margaret E. Noble) গত ২৬শে আশ্বিন, শুক্রবার, অনন্তধামে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নাম সকলেরই নিকট পরিচিত। তিনি আইরিসজাতীয় আমেরিকাবাসিনী। শিক্ষা দীক্ষায় তিনি খৃষ্টান ছিলেন বটে, কিন্তু আচার ব্যবহারে নিষ্ঠাবতী হিন্দু কুমারীর ন্যায়। স্বর্গীয় বিবেকানন্দ যখন আমেরিকার সিকাগো (Chicago) নগরে Religious congressএ গমন করিয়া, ওজস্বিনী বক্তৃতায় সমগ্র দেশকে উত্তেজিত করিয়াছিলেন, সেই সময় শ্রদ্ধেয় ভগ্নী নিবেদিতা তাঁহার প্রতি অনুরাগিণী হইয়া স্বদেশ ত্যাগ করতঃ ভারতে শুভাগমন করেন। এখানে আগমন করিয়া তিনি রামকৃষ্ণ-মিশন-কর্ম্মে ব্রতী হইলেন। পরে তিনি 'নিবেদিতা' এই নাম গ্রহণ করেন। এই মার্কিন বিদুষী যুবতী একাকিনী বঙ্গদেশে আসিয়া ঠিক বাঙ্গালি স্ত্রীলোকের ন্যায় ছিলেন। তিনি যেরূপ সুশিক্ষিতা, সেইরূপ সুপণ্ডিতাও ছিলেন। হিন্দুধর্ম্মের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ও অনুরাগ ছিল, এমন কি অনেক হিন্দুসন্তানের স্বধর্ম্মে সেরূপ অনুরাগ দেখা

যায় না। তিনি প্রাণের সহিত ভারতকে ভালবাসিতেন এবং ইহার কল্যাণসাধনে প্রাণান্ত পরিশ্রম করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। এদেশবাসীরা কিরূপে উন্নত হইবেন, ইহাই সর্ব্বদা তাঁহার চিন্তার বিষয় ছিল। এতদ্দেশীয় স্ত্রীজাতির উন্নতিকল্পে তিনি তাঁহার জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। কলিকাতায় বাগবাজারে তাঁহার বাসা ছিল। স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষার জন্য তিনি বোসপাড়া লেনে একটী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। তাহাতে তত্রত্য স্ত্রীলোকগণ অনেক উপকার পাইতেন। তিনি যেরূপ সুন্দর বক্তৃতা করিতে পারিতেন, সেইরূপ সুলেখিকাও ছিলেন। তিনি বহু অনাথ ও অনাথাদিগকে অকাতরে সাহায্য করিতেন। যাঁহাদের বদান্যতায় বেলুড়ে রামকৃষ্ণ মঠ স্থাপিত হয়, তাঁহাদের মধ্যে তিনি একজন। প্রাচীন যোগিঋষিদিগের বাসস্থান, অভ্র ভেদী হিমাচল পর্ব্বতে দার্জ্জিলিঙে আমাশয় রোগে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। তাঁহার এই অকাল মৃত্যুতে আমরা যার পর নাই ব্যথিত হইয়াছি। সর্ব্বমঙ্গলময় ভগবান্ তাঁহার পবিত্র আত্মাকে চিরসুখ ও চিরশান্তিতে রক্ষা করুন।

শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল—গত ৬ই অক্টোবর পালিয়া নামক জাহাজে বোম্বাই পুলিশের ডেপুটী কমিশনর ভিন্‌সেণ্ট সাহেব বিপিন বাবুকে গ্রেপ্তার করেন। বিপিন বাবু ইংলণ্ডে অবস্থানকালে স্বরাজনামক একখানি ইংরাজি সংবাদপত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং তাহাতে Etiology of Bomb শীর্ষক এক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। বিপিন বাবু দোষ স্বীকার ও ক্ষমা প্রার্থনা করিলেও ম্যাজিষ্ট্রেট অ্যাস্টন সাহেব তাঁহাকে বিনা পরিশ্রমে এক মাসের কারাদণ্ড প্রদান করিয়াছেন।

তুর্কী ও ইটালীয় সমর—তুরস্ক ও ইটালীতে ত্রিপোলী লইয়া যে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে, ইউরোপীয় শক্তিসমূহের চেষ্টায়, বিশেষতঃ জর্ম্মণীর আগ্রহে গত ১১ই অক্টোবর তারিখে ইটালী ও তুরস্ক আপাততঃ তাহা বন্ধ রাখিতে সম্মত হইয়াছেন।

চীন সাম্রাজ্যে বিষম বিপ্লব—চীনবাসিগণ তাহাদের সম্রাটের হস্ত হইতে চীনের শাসনভার কাড়িয়া লইবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। সমগ্র চীনবাসী যাহাতে বিদ্রোহী হয়, তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা হইতেছে।

দান—দারবঙ্গের মহারাজা বাহাদুর প্রস্তাবিত হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঁচ লক্ষ টাকা প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। তাঁহার এই বদান্যতায় হিন্দু বিশ্ব বিদ্যালয় তাঁহার নিকট চিরঋণী থাকিবে।

স্বর্গীয় রাজা রামমোহন রায়ের স্মৃতি-সভা—গত ২৭শে সেপ্টেম্বর কলিকাতাস্থ সিটি কলেজভবনে রামমোহন রায়ের একটী স্মৃতি সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। মাননীয় শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্র নাথ বসু মহাশয় তাহার সভাপতি ছিলেন।

ব্রাহ্মসমাজের নিকট আমাদের ঋণ।

(১)

৮১ বৎসরের অধিক হইতে চলিল ভারতবর্ষে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে ইহাকে অনেক বাধা ও বিঘ্ন সহ্য করিতে হইয়াছে এবং ইহার মাথার উপর দিয়া অনেক ঝটিকা বহিয়া গিয়াছে। সমাজ যখন এখনও জীবিত, তখন সেই সব বাধা বিঘ্ন ঝটিকা যে ইহার বিশেষ কিছু অপকার করিতে পারে নাই, তাহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। ব্রাহ্মসমাজ অনেক দিন বঙ্গদেশের হিন্দু মুসলমান ও অন্য ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে অবস্থিতি করিতেছে। ঘাত ও প্রতিঘাত যে কেবল জড়জগতেরই নিয়ম, তাহা নহে। মানব জগতও ইহার অধীন। সেই জন্য ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, দেশের অন্যান্য সম্প্রদায়ের উপর ব্রাহ্মসমাজের শক্তি কোন না কোন রূপে সঞ্চারিত হইয়াছে, এবং ব্রাহ্মসমাজও তাঁহাদের দ্বারা কিয়ৎ পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। এই ঘাত প্রতিঘাতের ফল নির্ণয় করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। আজ আমরা দেখিতে চাই, ক্ষুদ্র ব্রাহ্ম সমাজের নিকট হইতে সুবিশাল হিন্দু সমাজ কি পাইয়াছে।

যখন ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারিত হয়, তখন দেশের অবস্থা বড় শোচনীয়। মুসলমান শাসনের অবসান তখন অল্পদিন মাত্র হইয়াছে, ও ইংরাজ শাসনের সবে মাত্র প্রবর্ত্তন হইয়াছে। দেশে যে ধর্ম্মবিপ্লব ঘটিয়াছে, তখন তাহার সূত্রপাত মাত্র হইয়াছে। পুরাতনের তিরোভাব ও নূতনের আবির্ভাবের সন্ধিস্থলে তখন সমাজ স্থিত। কাজে কাজেই দেশের অবস্থা তখন বড়ই মন্দ। মুসলমান সময়ের শিক্ষা ও জ্ঞান যাহা কিছু ছিল, তাহা চলিয়া যাইতেছিল, এবং ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইতেছিল মাত্র। হিন্দু সমাজের দশা তখন অত্যন্ত হীন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের ভিতর তখন সংস্কৃতচর্চ্চা কিছু ছিল বটে, কিন্তু সমাজের অন্যান্য শ্রেণীর লোকের ভিতর তাহার কিছুই ছিল না। এই সকল শ্রেণীর লোকেরা মুসলমান আমলে প্রচলিত ও আবশ্যকীয় বিদ্যার কতক পরিমাণে আলোচনা করিত বটে, কিন্তু অনেকের শিক্ষা তখনকার প্রচলিত বাঙ্গালার বাহিরে যাইত না। বিষয় ও রাজকার্য্যের অনুরোধে ইংরাজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ক্রমে লোকে উপলব্ধি করিতে লাগিল এবং রাজপুরুষদিগের মধ্যে এ সম্বন্ধে বিতণ্ডা চলিতেছিল। এই সময়ে মহাত্মা রামমোহন রায় আবির্ভূত হন। অসামান্য প্রতিভাবলে তিনি আপনাকে নানা বিদ্যায় ভূষিত করিয়াছিলেন, এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্য অনেক ভাষায় পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। দেশের উচ্চ শিক্ষা ইংরাজীতে হইবে, কি সংস্কৃত, আরবী ও পার্শীতে হইবে এই বিতণ্ডায় তিনি

ইংরাজীর পক্ষে অস্ত্র ধারণ করেন। অবশেষে যে ইংরাজী শিক্ষার পক্ষপাতীদেরই জয় হয়, তাহা সকলেই জানেন।

ইংরাজী শিক্ষার জয় হইলে দেশের কতকগুলি লোক বিশেষ আগ্রহের সহিত ঐ শিক্ষা লাভ করিতে আরম্ভ করেন। তখনকার হিন্দুসমাজ অনুদারতা ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। ইংরাজী সাহিত্যের ভাবপ্রবণতা, উদারতা ও নূতনত্ব ইংরাজিশিক্ষার্থীদের মধ্যে এক বিপ্লব আনয়ন করিল। তাঁহাদের মস্তক ঘুরিয়া গেল। বিলাতের সবই তাঁহাদের চক্ষে ভাল লাগিতে লাগিল। দেশের সবই তাঁহাদের বিষ নয়নে পড়িল। দেশীয় সকল জিনিসই তাঁহারা ঘৃণার বিষয় মনে করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সংস্কৃত সাহিত্য দর্শনের কোন ধারই ধারিতেন না, এবং উহাতে যে কিছু শিখিবার আছে, তাহা বিশ্বাসই করিতেন না। ইহার এক ফল এই দাঁড়াইয়াছিল যে, তখনকার শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁহাদের মনে ধর্ম্মভাব জাগ্রত হইত, তাঁহারা অনেকে খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিতেন। যাঁহারা ধর্ম্মের কোন ধার ধারিতেন না, তাঁহারাও বিশ্বাস করিতেন যে, ঐ ধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্ম হইতে অনেক উচ্চ। এমন কি কেহ কেহ সেই জন্যই খৃষ্টানও হইয়াছিলেন।

এমন সময়ে ব্রাহ্মসমাজের আবির্ভাব হয়। উহা ঠিক সময়েই হইয়াছিল। ব্রাহ্মসমাজের আবির্ভাব না হইলে দেশে খৃষ্ট ধর্ম্মের স্রোত খরবেগে প্রবাহিত হইত। যে স্রোত বহিতে আরম্ভ হইয়াছিল, ব্রাহ্মসমাজই তাহার বেগ প্রতিহত করিতে পারিয়াছিল। ইহার এক কারণ এই যে, প্রথম সময়ের ব্রাহ্মধর্ম্ম অনেকটা খৃষ্টীয় ছাঁচে ঢালা। উহা ইংরাজী শিক্ষার অবান্তর ফল। ঐ সময়ে হিন্দুধর্ম্মের অবস্থা বড় হীন ছিল। শিক্ষিতসম্প্রদায় উহাতে অসার ও অযৌক্তিক পৌত্তলিকতা ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইতেন না। এমন সময় ব্রাহ্মসমাজ দেখাইল যে, হিন্দুধর্ম্মে বিশ্বাস না থাকিলেই যে নাস্তিক বা খৃষ্টান হইতে হইবে, তাহার কোন কারণ নাই। সকল ধর্ম্ম হইতে সার সংগ্রহ করিয়া এমন এক ধর্ম্ম গঠিত হইতে পারে, যাহার ভিত্তি যুক্তিমূলক এবং যুক্তিবাদের প্রবল পক্ষীয়েরা যাহার বিষয়ে আপত্তি করিতে পারেন না।

ব্রাহ্মধর্ম্ম যে প্রথম অবস্থায় বহুল পরিমাণে খৃষ্টীয় ভাবাপন্ন ছিল, তাহা বুঝাইবার জন্য একটা কথা বলিলেই এখানে যথেষ্ট হইবে। অনেক খৃষ্টানের বিশ্বাস যে, রামমোহন রায় পুরা না হইলেও অনেকটা খৃষ্টান ছিলেন। কিন্তু খৃষ্টীয় ধর্ম্মের ছায়া ব্রাহ্মধর্ম্মের উপর যতটাই পড়ুক না কেন, এই দুই ধর্ম্মের মধ্যে যে বিশেষ পার্থক্য আছে, তাহা বুঝাইবার এখন আবশ্যক নাই। আশা করি এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, ব্রাহ্মসমাজের কাছে আমাদের প্রথম ঋণ খৃষ্টীয় ধর্ম্মের গতিরোধ।

(২)

হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান আধ্যাত্মিকতার

জন্য উহা ব্রাহ্মসমাজের নিকট ঋণী বলিয়া মনে হয়। এ ঋণ একটি বিরাট ঋণ। বহুকাল ধরিয়া আমাদের দেশে ধর্ম্ম অনেকটা আড়ম্বর ও অজ্ঞানতা-পূর্ণ অর্থবিহীন কর্ম্মকাণ্ডে পরিণত হইয়াছিল। প্রকৃত ধর্ম্মজীবন বিরল হইয়া পড়িয়াছিল। ধর্ম্মজীবন একেবারে ছিল না বলা অত্যুক্তিদোষ হইবে, কিন্তু দেশের অধিকাংশ লোক "বার মাসে তের পার্ব্বণ" পালন করা ভিন্ন ধর্ম্মের অন্য ধার ধারিতেন না। পূজা আহ্নিক অনেকে করিতেন বটে, কিন্তু কয় জন উহার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে সমর্থ ছিলেন? ব্রাহ্মণপণ্ডিতদের মধ্যে কিছু কিছু সংস্কৃতচর্চ্চা ছিল বটে, কিন্তু উহাতে সংস্কৃত দর্শন বিশেষ স্থান পাইত না। বঙ্গদেশে সংস্কৃত-সাহিত্যচর্চ্চাও অনেকটা নীরস অথচ অত্যাবশ্যক ব্যাকরণচর্চ্চায় পরিণত হইয়াছিল। বেদ ও বেদান্ত বা উপনিষদের নাম মাত্র জানা ছিল, একথা বলিলে অতিশয়োক্তি হয় না। দেশের অধিকাংশ পণ্ডিতই ন্যায়, স্মৃতি বা অলঙ্কারের চর্চ্চা লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন। মহাত্মা রামমোহন রায় ইংরাজীভাবাপন্ন হইলেও সংস্কৃতশাস্ত্রে প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন এবং বাঙ্গলার বাহিরে গিয়া বেদ ও উপনিষদের চর্চ্চা করেন। অসাধারণ প্রতিভাবলে তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, ব্রাহ্মধর্ম্ম যদি পূর্ণ মাত্রায় ইংরাজী ছাঁচে ঢালা হয়, তাহা হইলে এ দেশে চলিবে না। উহা যে উপনিষদের ধর্ম্ম এবং হিন্দুধর্ম্মের সার, তাহা প্রতিপন্ন করিতে তিনি বিশেষ চেষ্টা করেন। বোধ হয় অনেকেই জানেন যে, বঙ্গদেশে বেদ ও উপনিষদচর্চ্চার কোন সুব্যবস্থা ছিল না বলিয়া ব্রাহ্মসমাজ কয়েকটী ব্রাহ্মণযুবককে ঐ সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন ও আয়ত্ত করিবার জন্য বারাণসী প্রভৃতি স্থানে প্রেরণ করেন। বর্ত্তমান যুগে ব্রাহ্মসমাজই প্রথম প্রাচীন হিন্দু দর্শনের আদর করিয়াছিলেন ও উহার মর্ম্ম বুঝিয়াছিলেন এবং ভগবদ্ভক্তি ও ভগবৎপ্রেমের দিকে লোকের মন আকর্ষণ করিয়াছিলেন। আজ কাল আমরা বেদ ও উপনিষদের চর্চ্চায় মন দিতেছি, ভগবদ্গীতা লইয়া আন্দোলন করিতেছি এবং হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা উপলব্ধি করিতেছি। এই অবস্থার জন্য যে আমরা কিয়ৎপরিমাণে ব্রাহ্মসমাজের নিকট ঋণী, ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ব্রাহ্মসমাজই আমাদিগকে প্রথমে বুঝাইতে চেষ্টা করেন যে, অধ্যাত্মজগতে বেদান্তের স্থান অতি উচ্চ এবং ধর্ম্মজীবনে উহার শিক্ষা অতুলনীয়। এই সকল দেখিয়া মনে হয় আজ কাল আমাদের মধ্যে যে নূতন ধর্ম্মজীবনের ও আধ্যাত্মিকতার স্রোত প্রবাহিত হইতেছে, তাহার জন্য হিন্দু-সমাজ বহুল পরিমাণে ব্রাহ্মসমাজের নিকট ঋণী। উহার পথ ব্রাহ্মসমাজই প্রথম দেখান।

(৩)

ব্রাহ্মসমাজ আমাদিগকে আর একটী বিষয় শিক্ষা দিয়াছেন। ধর্ম্ম যে কতকটা

প্রচারের জিনিষ, তাহা পূর্ব্বে আমাদের ধারণা ছিল না। অনেক দিন হইতে দেশে কথকতা প্রচলিত ছিল বটে এবং কথকেরা জনসাধারণকে রামায়ণ পুরাণাদির কথা শুনাইয়া কিয়ৎপরিমাণে যে ধর্ম্মপ্রচার না করিতেন তাহা নয়। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ আমাদিগকে নূতন প্রকার ধর্ম্মপ্রচার শিখাইয়াছেন। এখানে প্রচারের অর্থ ধর্ম্মের তত্ত্ব সকল সহজভাবে সাধারণকে বুঝান। ধর্ম্মকে জীবিত রাখিতে হইলে উহার প্রচার আবশ্যক, কারণ প্রচার লোকের ধর্ম্মশিক্ষার একটী প্রধান উপায়। এ উপায়ের উদ্ভাবন অবশ্য ব্রাহ্মসমাজ করেন নাই। ইহা ব্রাহ্মেরা খ্রীষ্টিয়ান প্রচারকদের নিকট শিক্ষা করেন। কিন্তু হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান প্রচারপদ্ধতি ব্রাহ্মসমাজ হইতে পাওয়া। ব্রাহ্মসমাজানুষ্ঠিত প্রচারপদ্ধতিকে যদি কতকটা দেশীয় আকার না দেওয়া হইত, তাহা হইলে বোধ হয় হিন্দুরা কখনই উহা গ্রহণ করিতেন না। নূতন ধারা অবলম্বনে হিন্দুধর্ম্ম যে অধিক প্রচারিত হইতেছে তাহা বলা যায় না। খ্রীষ্টীয় ও মুসলমান প্রভৃতি ধর্ম্মের ন্যায় হিন্দুধর্ম্ম ঠিক প্রচারের ধর্ম্ম নয় বটে, কিন্তু আজ কাল লোকশিক্ষার জন্য অনেকে যে হিন্দুধর্ম্ম প্রচারে ব্রতী হইয়াছেন, তাহা ব্রাহ্মসমাজের প্রসাদে। (ক্রমশঃ)

কোচবিহারাধিপতি শ্রীযুক্ত মহারাজ নৃপেন্দ্র নারায়ণ ভূপ বাহাদুরের অকালবিয়োগে।

হায় কি শুনিনু, একি নিদারুণ বাণী,
জন্ম আয়ুষ্মতী জানি তুমি রাজরাণী,
তুমি নারী বুদ্ধিমতী, প্রতিভা-শালিনী,
সোণায় সোহাগা যথা ধর্ম্মানুরাগিণী।
পিতৃ ক্রিয়াকলাপের আজো তুমি মূল,
তোমাতে গৌরবান্বিতা আর্য্যনারীকুল।
রাণী হয়ে নহ কভু গরিমাজড়িতা,
স্নাবা ভাবি যবে হই মিষ্ট-সম্ভাষিতা।
শৈশবের ছবিগুলি আজি ধীরে ধীরে
প্রকাশিছে, ভাসি তাই নয়নের নীরে;
অচিরে সে আবরিত প্রাণ কাঁদে তাই,
স্মরি যবে এ জগতে মহারাজ নাই।
এ বারতা শুনে হৃদি হয় ম্রিয়মাণ,
অতিক্রমি মহাসিন্ধু ছুটে যায় প্রাণ।
যথায় নয়নাসারে ও চারু বদন
ভাসিছে নিয়ত হায় বিনা সে রাজন্।
নৃপকুলমণি সভ্য নির্ভিকহৃদয়,
সুশোভিত দয়ামায়া কত গুণচয়।
চারি ধার আজি তাঁর করে হায় হায়!
কেন এ অকালে বিধি তুলে নিলে তাঁয়!

বনে রণে শত্রুমাঝে যে কোন সময়
পেয়েছেন ক্লেশ শুনে রাণীর হৃদয়
কত যে পীড়িত হ'ত ব্যথিত ব্যাকুল।
শুনেছি সে সুধা পাশে; তার সমতুল
আজি কি হৃদয়ব্যথা? নহে তুল্য তার,
সকলি ফুরাল যে গো সে আশা তোমার,
মহানৈরাশ্যের গাথা সুনীল অম্বরে
লিখিত রয়েছে যেন জ্বলন্ত অক্ষরে।
তবু সতী ধৈর্য্যবতী উঠ মহারাণি!
কর্ত্তব্যের ডালি শিরে সন্তানজননী।
নৃপেন্দ্রের চারি অংশ তনয় তোমার,
মহাতেজ বলধারী নৃপেন্দ্রকুমার।
পিতৃশোকে বিগলিত হৃদয় তাদের,
টেনে লও; ক্ষমা, প্রেম মহাসাগরের
অগাধ সলিল পরে ধরমের ভেলা
বাঁধিয়া ভাসিতে দাও; সংসারের খেলা
কর্ত্তব্যে খেলিবে সবে, হবে না বিফল,
রবে না মনের গ্লানি শরীর বিকল,
হবে না কাহার কভু রাজ্যে অপযশ,
সুনিয়ম সুপ্রেমের তরে হবে বশ,
রাজ্যের সকল প্রাণী, মহাজয় রবে
আশীর্ব্বাদ করিবেক রাজাত্মজ সবে।
তনয়ার তরে রাণী মুছ অশ্রুধার
সন্তাপিত বক্ষে রোধি সান্ত্বনার দ্বার,
জনক জননী প্রতিনিধি একাধারে
স্বরূপে বিরাজ কর স্বরাজামাঝারে।

সহোদরা প্রিয়জন যে আছে নিকটে
লয়ে ফিরে এস দেশে আর স্মৃতিপটে
সে আলেখ্য, বীরতেজলীলা শৈশবের
ছিল যাঁর একাধারে সারা জীবনের,
বীরসম পরাক্রমে হৃদয় কোমল
স্মরিয়া হৃদয়তাপ বহিবে কেবল।
কোথা রাণী পিতা মাতা তোমাদের ধন
লও গো তুলিয়া কোলে শান্তিনিকেতন,
হেথায় সাজাতে যে গো রাজযোগ্য করে।
কমলকুটীরখানি যত্নে থরে থরে,
কত দ্রব্যচয় হায় যতন আদরে,
হরষিত নৃপমণি উদার অন্তরে,
শিশুর সমান তাঁর আবদার তরে
সন্তানবৎসল প্রাণ কি পুলকভরে
হেরিতে যে স্নেহভরে নৃপজামাতার।
আজি আবাহন করে তুলে লও তাঁর,
সাজাও তাঁহারে পূত চারু আভরণে,
ঘুচায়ে ধরার ধূলা ত্রিদিববন্ধনে।
ভক্তিমতী শোকাতুরা প্রিয়তনয়ায়
স্বরগের আশীর্ব্বাদ মহা সান্ত্বনায়
দাও তাতঃ দাও মাতঃ মাগি এই দান।
সকলি প্রভুর ইচ্ছা যে কোন বিধান
নতশিরে নিতে হয় নিখিল জগতে,
নাহি ত্রাণ মানবের হেথা কোন মতে।
লইয়া অমৃতরাজ্যে মৃত্যুঞ্জয় হরি,
অক্ষয় জীবন দাও করুণা বিতরি।

৺উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের আত্মজীবনী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

হিন্দুধর্ম্মত্যাগে ভবিষ্যতে যে বিপদ্ হইবে, তাহাও তিনি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। জমীদারেরা আমাদের কোনও কোনও বিষয় ক্রোক করিয়া রাখিলেন। এক জমীদার পিতামহের বিশ্বস্ততার জন্য প্রদত্ত ১০ বিঘা নিষ্কর ভূমি কাড়িয়া লইলেন, আর ফিরাইয়া দিলেন না। জ্যেষ্ঠ মহাশয় বলিলেন, উঁহাদিগের কৃপাদত্ত সম্পত্তির জন্য পুনঃ প্রার্থনা, বা তাহার জন্য মোকর্দ্দমা করিব না। শ্রাদ্ধের দিন নিকটবর্ত্তী হইল। তখন আমাদের সঙ্কল্প ছিল যে, আমরা পৌত্তলিকতার কোনও কার্য্য করিব না, কিন্তু তদ্ভিন্ন হিন্দু আচার সকল রক্ষা করিব। তদনুসারে আমরা একমাস কাল রীতিমত হিন্দু অশৌচ প্রথা রক্ষা করিলাম। এই সময়ে দেশের দুইটী বন্ধু উৎসাহের সহিত ব্রাহ্মসমাজের সহিত যোগদান করিলেন। বাবু হরনাথ বসু এবং র. না, হ কলিকাতায় থাকিয়া বিদ্যাভ্যাস করিতেছিলেন। হরনাথ বাবু কলিকাতা বারুইপুর প্রভৃতি স্থান হইতে ব্রাহ্মবন্ধু সকলকে সংগ্রহ করিয়া শ্রাদ্ধের দিন মজিলপুরে উপস্থিত হইলেন।

জমীদারেরা শ্রাদ্ধ পণ্ড করিবার চেষ্টায় ছিলেন, কিন্তু জয়নগরের দারোগা নারায়ণদীন তেওয়ারী আমাদের সহকারী থাকায় ও বারুইপুরের জমীদারদের ছেলেরা অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ায় সাক্ষাৎভাবে বাধা দিতে নিরস্ত হইলেন। কিন্তু দেশের জন প্রাণী আমাদের সহিত যোগ না দেন এ জন্য গোপনে শাসন করিয়া দিলেন। হরনাথ বাবু আমাদের সহিত যোগ দেওয়াতে জমীদারদের বাটীতে তাঁহার আশ্রয় ও অন্ন উঠিল। তাঁহার জ্যেষ্ঠ গোপাল বাবু জমীদারদিগের প্রাচীন ভৃত্য ছিলেন, তিনি তাঁহাকে ছিন্ন করিবার জন্য বহু প্রকারে চেষ্টা করিয়াও সফলকাম হইলেন না। র--বড় বুদ্ধিমান্ ও শিল্পপটু ছিলেন। তিনিও কলিকাতায় লেখা পড়া করিতেন। তিনি এই ঘটনার পর এক পুস্তক বাহির করিলেন:—"পাড়াগাঁয়ে মহাদায়, ধর্ম্মরক্ষার কি উপায়।" তাহাতে মজিলপুরের ব্রাহ্মদের নিরুপায় অবস্থা এবং জমীদারদের প্রবল অত্যাচার নাটকাকারে বর্ণিত হয়।

জমীদারদের নিষেধ সত্ত্বেও শ্রাদ্ধের দিনে বাটীতে মহাসমারোহ হইল। কতকগুলি যুবক উপাসনায় যোগ দিলেন —কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া পাড়ার স্ত্রীলোকগণ দলে দলে বাটী পূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। উপাসনাপূর্ব্বক যথারীতি শ্রাদ্ধানুষ্ঠান

সম্পন্ন হইল। প্রীতিভোজন ও গরীব-দিগকে চাউল পয়সা বিতরণ করা হইল। জমীদারেরা এখন ব্রাহ্মদিগকে হাতে না মারিয়া ভাতে মারিতে চেষ্টা করিলেন। আমি জয়নগর স্কুলের 2nd master ছিলাম এবং স্কুলের কর্ত্তা হরনাথবাবুও আমার কার্য্যে খুব সন্তুষ্ট ছিলেন। কিন্তু দত্ত জমীদারদের সহিত তাঁহাদের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা। এজন্য আমাকে সার্টিফিকেট দিয়া অতি দুঃখের সহিত বিদায় দিতে বাধ্য হইলেন।

কালিনাথের হাটের দরুণ বৎসরে ৩৬৫ টাকা আয় ছিল। গবর্ণমেণ্টের নিকট তাহা বন্ধ করিবার প্রার্থনা করা হইল, কিন্তু তাহা কার্য্যকর হইল না। দক্ষিণ বারাশতে একটী ব্রাহ্মসমাজগৃহ প্রতিষ্ঠিত হয়, জয়নগরের দুই জন শিক্ষক তাহার সভ্য ছিলেন। অন্ন যাইবার ভয়ে তাঁহারা সমাজের ও আমাদের সহিত সংশ্রব ত্যাগ করিলেন, ইহাতে সমাজটী উঠিয়া গেল। ইহার পর মজিলপুরের বালিকা-বিদ্যালয়টি লইয়া গোলযোগ উপস্থিত হইল। ব্রাহ্মদিগের উদ্যোগে ১৮৬২ সালে এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। বিদ্যালয়ের একটী স্থায়ী গৃহ নির্ম্মাণ জন্য ব্রাহ্মেরা নাবালক হারাণ চন্দ্র ঘোষের মাতার নিকট হইতে একখণ্ড ভূমি পাট্টা লইয়া ঘরের পত্তন করেন। জমীদারের লোক রাত্রিতে তথাকার গাছ কাটিয়া খুঁটী চুরি করিয়া লইয়া গেল। এই উপলক্ষে বারুইপুরে মোকর্দ্দমা হয়, তাহাতে ব্রাহ্মেরা অসহায় হইয়াও জয়লাভ করেন।

শোকসন্তপ্তা মাননীয়া মহারাণী কোচবিহারাধীশ্বরীর চরণে

ভগিনীর অশ্রুজল।

কি শুনিনু আজ সিন্ধু পার হ'তে
নৃপেন্দ্র " নৃপেন্দ্র "নাই !
আজি কি শুনিতে পাই
শোকসমাচার, আজ গৃহেতে গৃহেতে
কাঁদে নরনারী সবে দরিদ্র ভারতে !

বৃটীশ বেলায় আজ বৃটীশ ভবন,
সে পবিত্র দেহ তাঁর
প্রশান্ত মুরতি আর
দেখিবে না দেখিবে না আর যে এখন,
বৃটনে, ভারতে আজ মরু দরশন !

সুরম্য প্রাসাদ তাঁর শূন্য মূর্ত্তি ধরি
কহে সবে শোকে আজ—
"নাহি আর মহারাজ "
কহে তরুগিরিরাজি সেই মূর্ত্তি স্মরি
আঁধার আঁধার আজ " বিহার "নগরী !

অদূরে হিমাদ্রি অই শিরোন্নত করি
কাঁদিছে বিরলে বসি
অশ্রু—হিমানীতে ভাসি
কহে ভগ্ন প্রাণে আজ ভগ্ন সুর ধরি
" নাই মহারাজ নাই "—শূন্য গৃহ পুরী।

ভারত-সম্রাট ' জর্জ্জ ' সম্রাজ্ঞী ' মেরী '
মর্ম্মাহত সবে দুখে,
বিষাদের রেখা মুখে,
' বেত্তিহিল ' হ'তে এই বিষাদের ভেরী
কাঁদায় ' তোরসা ' তীরে যত নর নারী।

অশ্রুমাখা চখে আজ কি দেখিব আর!
দেখিবার কিছু নাই,
শ্মশান যে দিকে চাই,
বজ্রাহত আজ এই দুঃখী পরিবার,
শ্মশান সকলি—কিছু নাহি দেখিবার!

জাগিছে কেবল মনে--তাঁর অশ্রুজল
আমাদের ভগ্নী যিনি
ভক্তিমতী মহারাণী,
তাঁর অশ্রুজলে আজ কোটী অশ্রুজল,
ভারতভবন আজ শ্মশান কেবল!

অশ্রুতে মিশায় অশ্রু—কথা নাহি সরে
আজি এ দুর্দ্দিনে কত
পুরাতন স্মৃতি যত
শৈশবের ইতিহাস জাগিছে অন্তরে,
শৈশবের স্মৃতি যত সব মনে পড়ে!

তাই এ দুর্দ্দিনে আজ পারি না থাকিতে
তাই আজ ডাকি হায়
প্রিয় ভগিনী তোমায়,
তাই আজ ভাঙ্গা প্রাণে এহেন দিনেতে
শৈশবের ইতিহাস এসেছি বলিতে।

মিলেছিনু যবে মোরা দীন নিকেতনে
প্রত্যাদিষ্ট ভক্ত সনে
এক ধর্ম্ম এক প্রাণে
মিলেছিনু যবে সেই মধুর জীবনে
মনে পড়ে সেই স্মৃতি আজি এ দুদ্দিনে!

মনে পড়ে সেই শিক্ষা সেই দীক্ষা তাঁর,
মনে পড়ে কত আশা
হৃদয়ের ভালবাসা,
মনে পড়ে নানা স্মৃতি—দেবমূর্ত্তি তাঁর,
মনে পড়ে কত কথা সেই দিনকার!

তাঁহারি দীক্ষায় তুমি তাঁহারি শিক্ষায়
তাঁহারি আদর্শমতে
ধর্ম্মজীবনের পথে
জান তুমি—কোন্ লক্ষে চলেছ কোথায়,
চল নাই কোন দিন—অসার আশায়।

আজও চলিবে তুমি সেই লক্ষ্য ধ'রে,
বিধাতার বিধানমতে
তাঁহারি আদেশ মতে
পাঠালেন ভক্ত তোমা সুরম্য ' বিহারে '
তাই ভগ্নি চল তুমি তাঁহারেই স্ম'রে।

তাঁর কন্যা তুমি যিনি তোমার তরেতে
ক্রুশভার স্কন্ধে লয়ে
বিধাতার মুখ চেয়ে
সঁপিলেন তাঁরি কাজে সুদূর রাজ্যেতে,
চল ভগ্নি চল তুমি তাঁহার মন্ত্রেতে।

ঋষিপত্নী মত তুমি রাজর্ষির সনে
করিয়াছ কত কাজ,

কিন্তু ভগ্নি জেনো আজ
আছে আরো করিবার তোমার জীবনে,
লক্ষ্য তব চিরদিন—আদেশ পালনে।

ভক্ত নৃপতির কাজ হয় নাই শেষ,
তাঁহার ইচ্ছার কাজ
কর তুমি ভগ্নি আজ,
তিনিও বুঝিয়া শুধু বিধাতা আদেশ
করিলেন "বিহারের" মঙ্গল অশেষ।

উচ্চ লক্ষ্য কত আছে সম্মুখে তোমার,
কুমার কুমারী তব,
বিধাতার দান সব,
এদের লইয়া কাজ আছে করিবার
এ সব ব্যবস্থা ভগ্নি! সকলি তাঁহার।

'রাজেন্দ্র' 'জিতেন্দ্র, তব 'হিতেন্দ্র' 'ভিক্টর'
'সুরুচি' 'প্রতিভা' দেবী
তব জীবনের ছবি
শেষ জীবনের চিত্র 'সুধীরা' তোমার
উজলিবে তব নাম গৌরব অপার।

কি বলিব আর আমি—কথা নাহি সরে,
কত আশা ক'রে জানি,
'বিহারে' মোদের আনি,
আমাদের লয়ে তুমি স্ত্রীশিক্ষার তরে
উৎসাহ উদ্যম কত দেখালে সবারে।

ছাত্রীদের পুরস্কারে তুমিই তাঁহারে
এনেছিলে উৎসাহে,
ভুলিতে কি পারি তাহে,
হাসিমুখে পুরস্কার বিতরি সবারে,
কত না উৎসাহ-কথা কহেন সেবারে।

এবারেও ছিল ভগ্নি বড় আশা মনে,
সিন্ধু পার হ'তে এসে,
সেইরূপ হেসে হেসে,
নিজ হাতে ছাত্রীদের পুরস্কার দানে
দিবেন আনন্দ কত আমাদের প্রাণে।

বিধাতার ব্যবস্থায় সে কাজ তাঁহার
পড়িল তোমার হাতে,
তাই তুমি নারীহিতে
নিয়োজিত কর শক্তি ভগিনি তোমার,
চেয়ে আছে তব পানে তোমার 'বিহার।'

তোমারেও ক্রুশবাহী হাতে ক্রুশ দিয়া,
ঈশা মুশা যেই স্থানে,
গিয়াছেন সেইখানে,
যে মন্ত্র তোমারে দিয়া গেছেন চলিয়া,
সে মন্ত্র লয়েছ তুমি মাথায় করিয়া।

তোমরা দু বোন্ এই সুদূর 'বিহারে',
আচার্য্যের মন্ত্র ল'য়ে,
দুই জনে এক হ'য়ে,
একমন্ত্রে দুই জনে নারীর উদ্ধারে
করিয়াছ কত কাজ স্ত্রীশিক্ষাপ্রচারে।

আজো আছে করিবার ভগিনি 'সুনীতি',
উচ্চ লক্ষ্য উচ্চ আশা
হৃদয়ের ভালবাসা
উচ্চ ধর্ম্মে রাখ চির হৃদয়ের গতি,
দীনা 'সুমতির' এই সুদীন মিনতি।

শেষের প্রার্থনা আজ্ তব 'সুমতির'
ঋষি সম মহারাজ
আচার্য্যের সনে আজ
আনন্দে বসিয়া ক্রোড়ে আনন্দময়ীর
করুন আনন্দে পান চিদানন্দ-নীর।

দুইটী বন্ধু।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ল' পরীক্ষা সমাপ্ত হইল। ভূপেন্দ্র ও সুরেশ উভয়ে পরীক্ষা দিলেন। উভয়েই ভাল লিখিতে পারিয়াছিলেন, উভয়েরই আশা হইল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন। অগ্রহায়ণ মাসে ভূপেন্দ্রের বিবাহ। হরিমোহন বাবু মহা উৎসাহে পুত্রের বিবাহের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। আর দশ দিন পরে ভূপেন্দ্রের বিবাহ, সমস্তই প্রস্তুত। "গৃহিণী তথায় বিবাহ দিতে অনেক নিষেধ করিলেন, অনেক পীড়াপীড়ি করিলেন, কিন্তু হরিমোহন বাবু কাহারও কথা শুনিবার পাত্র নহেন। ভূপেন্দ্র আশা করিয়াছিলেন, মাতার চেষ্টায় অবশ্যই ফল হইবে। কিন্তু তিনি যখন দেখিলেন একান্তই কোন ফল হইল না, তখন আপন কর্ত্তব্য চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিন্তু ভগবানের বোধ হয় অন্যরূপ অভিপ্রায় ছিল। হঠাৎ বিসূচিকা রোগে বিনোদ বাবুর বৃদ্ধা জননী প্রাণত্যাগ করিলেন। সুতরাং এ বিবাহ একেবারে এক বৎসরের মত স্থগিত হইয়া গেল। এক বৎসর কাল কাল-অশৌচ, বিবাহ হইতে পারে না। হরিমোহন বাবু তখন একেবারে বসিয়া পড়িলেন, এই ঘটনায় তাঁহার অনুতাপের সীমা রহিল না। কিন্তু কি করিবেন, আর কোনও উপায় নাই, সুতরাং স্থির হইতে হইল। বিনোদ বাবু মহা ধুমধামের সহিত মাতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিলেন। ভাবি বৈবাহিক হরিমোহন বাবুও তাহাতে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন।

শুভ কর্ম্মে হঠাৎ বাধা পড়ায় বিনোদ বাবুও আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে বিনোদ বাবুর অপেক্ষা হরিমোহন বাবু অধিক ক্ষুণ্ণ হইলেন, এবং তাঁহার চোরবাগানে বাড়ী কিনিবার কি হইবে, তাহায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। এদিকে যথাসময়ে ল'পরীক্ষার ফল বাহির হইল, সুরেশ এবং ভূপেন্দ্র, দুই জনেই প্রশংসার সহিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। সুরেশচন্দ্র বর্দ্ধমানে ওকালতি করিবেন স্থির করিলেন, ভূপেন্দ্রনাথও বর্দ্ধমানে যাইবেন মনঃস্থ করিলেন। ওকালতিতে পশার প্রতিপত্তি হউক বা না হউক, সে বিষয়ে তাঁহার লক্ষ্য নাই, তাঁহার প্রাণ সুরেশকে ছাড়িতে চাহে না, সেই জন্যই তিনি বর্দ্ধমানে যাইতে ইচ্ছুক।

হরিমোহন বাবুর ইচ্ছা, ভূপেন্দ্র হাইকোর্টে ওকালতী করেন; কিন্তু ভূপেন্দ্র পিতাকে বুঝাইলেন তাঁহার ন্যায় নব্য উকিলের হাইকোর্ট অপেক্ষা মফঃস্বলে অধিক পশার হইবে। সুতরাং হরিমোহন

বাবু সম্মত হইলেন। দুই বন্ধু বর্দ্ধমানে আসিয়া, বর্দ্ধমানের জজকোর্টে দুই জনেই ওকালতি করিতে আরম্ভ করিলেন। বলা বাহুল্য, দুই বন্ধুর বাসাবাটী স্বতন্ত্র হইল।

সুরেশচন্দ্র পূর্ব্বের বাসা পরিত্যাগ করিয়া কোর্টের সন্নিকটে অপেক্ষাকৃত পরিচ্ছন্ন একটী বাসা ভাড়া করিয়া তাহাতে সপরিবারে বাস করিতে লাগিলেন। ভূপেন্দ্রনাথ একটী বড় বাটী ভাড়া করিয়া অতিশয় জাঁকজমকের সহিত দাসদাসীগণ সমভিব্যাহারে তথায় বাস করিতে লাগিলেন। হরিমোহন বাবু স্বয়ং আসিয়া পুত্রের সকল বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া দিলেন, এবং অর্থাগম হইলে একটি বাটী নির্ম্মাণ করাইবারও উপদেশ দিয়া গেলেন। অধিক ভাড়া দিয়া অনর্থক অপব্যয় করা তিনি ভালবাসেন না। তবে তাঁহার বিশ্বাস, উকিলের জাঁকজমক দেখিলে মক্কেলগণ মধুলোভী মধুমক্ষিকার ন্যায় দৌড়িয়া আসিবে, তাই তিনি এ বিষয়ে মুক্তহস্ত হইয়াছিলেন। যাহাই হউক, ভূপেন্দ্রনাথ বর্দ্ধমানে আসিয়া স্বাধীনতা লাভ করিয়া বড়ই পুলকিত হইলেন। তিনি ধনীর সন্তান, কখন অর্থাভাব-জনিত কষ্ট ভোগ করেন নাই। তিনি রীতিমত কোর্টে যান বটে, কিন্তু মক্কেল যুটাইবার তত আগ্রহ নাই, বরং সুরেশ যাহাতে দুপয়সা পান, সে বিষয়েই তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য। তিনি অনেক সময়ে হাতের কায সুরেশকে দেন, সুরেশ নিষেধ করিলেও শোনেন না, বলেন "অত পরিশ্রম করিবার আমার সামর্থ্য নাই"

ভূপেন্দ্রনাথের আর একটী কার্য্য হইল প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যার সময় সুরেশের বাটী গিয়া গল্প করা।

ভূপেন্দ্রনাথের অমায়িকতা গুণে সুরেশের বাটীর সকলেই মুগ্ধ। নবীন বাবুর মুখে ভূপেন্দ্রের প্রশংসা ধরে না। আর এক ব্যক্তি উৎকর্ণ হইয়া ভূপেন্দ্রের প্রশংসা শুনিতে বড়ই ভালবাসে। বলিতে হইবে কি—সে শোভা?

সুরেশ দরিদ্রের সন্তান, তাঁহার চিরদিনের বাসনা—অর্থোপার্জ্জন করিয়া পিতা-মাতার দুঃখ দূর করিবেন। এতদিন পরে তাঁহার সে বাসনা পূর্ণ হইল। তিনি পরিশ্রম, সত্যনিষ্ঠা, ও ন্যায়পরায়ণতা গুণে শীঘ্রই সকলের প্রিয় হইয়া উঠিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার পশার প্রতিপত্তি বেশ হইয়া উঠিল। সুরেশের পিতা মাতার আনন্দের পরিসীমা রহিল না। এইবার সুরেশ ও শোভার বিবাহ দিতে পারিলে তাঁহাদের সুখ পূর্ণ মাত্রায় হয়। এখনকার দিনে সুরেশের মত সুপাত্রের বিবাহের অভাব নাই, পঙ্গপালের ন্যায় দলে দলে লোক সুরেশচন্দ্রের বিবাহের নিমিত্ত উপস্থিত হইতে লাগিল। এমন কি, স্থানীয় মুন্সেফ্ ও ডেপুটী বাবুরাও সুরেশচন্দ্রের সহিত কন্যার বিবাহ দিবার নিমিত্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

এখন নবীন বাবুর প্রতি মা কমলার কৃপাদৃষ্টি হইয়াছে, তাঁহার দুর্দ্দিন দূর

হইয়াছে, সু দিনে অনেক বন্ধু যুটিয়াছে। শোভার বিবাহের জন্যও চতুর্দ্দিক হইতে সম্বন্ধ আসিতে লাগিল।

আর দুইটী ঘটনার উল্লেখ করিয়া আমরা এ আখ্যায়িকা শেষ করিব।

বর্দ্ধমানের যে পল্লীতে সুরেশচন্দ্রের বাসা ছিল, সেই পল্লীতে একজন সংকুলোদ্ভবা দরিদ্রা বিধবা বাস করিতেন। তাঁহার ত্রয়োদশবর্ষীয়া একটী কন্যা ভিন্ন ইহ জগতে আর কেহ ছিল না, অথবা কেহ থাকিলেও বিধবার তত্ত্ব কেহ লইত না। তাঁহার স্বামীর কিঞ্চিৎ ধান-জমী ছিল, তদ্দ্বারা অতি কষ্টে মাতা ও কন্যার ভরণ-পোষণ সম্পন্ন হয়। কন্যাটী অবিবাহিতা। বাঙ্গালীর ঘরে ত্রয়োদশবর্ষীয়া কন্যা অবিবাহিতা, বিশেষতঃ কায়স্থের ঘরে, ইহা বড়ই লজ্জার কথা বটে। কিন্তু কি করিবেন, কন্যার বিবাহ দিবার উপযুক্ত অর্থ তাঁহার ছিল না। সুতরাং কন্যা এখনও অবিবাহিতা। বালিকার নাম প্রতিভা। প্রতিভা সংস্বভাবা, রূপবতী ও পরম লাবণ্যময়ী। তাহার মুখকমলে যেন কি এক স্বর্গীয় প্রতিভার লক্ষণ ছিল এবং গুণও তাহার যথেষ্ট ছিল। পাড়ার লোকে সকলেই একবাক্যে প্রতিভার রূপগুণের প্রশংসা করিত, কিন্তু এ সকল থাকিলে কি হইবে? এ সংসারে সর্ব্বপ্রধান ও প্রয়োজনীয় বস্তু যে অর্থ, তাহা প্রতিভার মাতার নাই। হায় সমাজ! তোমার পায়ে কোটী কোটী নমস্কার! তুমি রূপ চাও না, গুণ চাও না, শীল চাও না, চাও কেবল অর্থ। অর্থের প্রভাবে তোমার নিকটে নির্গুণ গুণবান্ হয়, অধম উত্তম হয়। তোমার শাসনে দরিদ্র ব্যক্তিগণ সর্ব্বদাই নিষ্পেষিত।

প্রতিভার মাতা প্রতিভার বিবাহের চেষ্টা করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু ফল কিছুই, হইল না। সংকুলোদ্ভবা, সুন্দরী কন্যা হইলে কি হয়, অর্থ দিবার ক্ষমতা তাঁহার নাই, সুতরাং কেহই দয়া করিয়া বিধবার কন্যার পাণি গ্রহণ করিল না। তিনি কন্যার বিবাহের নিমিত্ত বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িলেন। কন্যার বিবাহ দিতে না পারিলে জাতি যাইবে, ধর্ম্মনষ্ট হইবে, এই আশঙ্কা তাঁহাকে আকুল করিল।

তিনি প্রতিদিন প্রতিবেশীদিগের বাটীতে আনাগোনা করিতে লাগিলেন। দয়া করিয়া একটী পাত্র অনুসন্ধান করিয়া তাঁহাকে কন্যাদায় হইতে উদ্ধার করিয়া দিবার নিমিত্ত সকলকে অনেক অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন। কেহ আশ্বাস দিতেন, কেহবা নিরাশও করিতেন। সকলেই বলিতেন" টাকা না হইলে মেয়ের বিবাহ হয় না, আগে টাকার যোগাড় কর।"

এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত হইল। অবশেষে তাঁহাদের একজন প্রতিবেশী "দয়াপরবশ" হইয়া প্রতিভার জন্য একটী পাত্র স্থির করিলেন। তাঁহার মুখে আস্ফালন আর ধরে না, অন্যান্য প্রতিবেশীদিগকে নিন্দা করতঃ তিনি আত্মপ্রশংসায় পাড়া মাতাইয়া তুলিলেন।

সকলে স্বার্থপর, প্রতিভার জন্য কেহই কিছু করিল না, কেবল তিনিই অনেক কষ্ট

করিয়া এ কার্য্যটী করিলেন, ইহা সকলকে বুঝাইতে লাগিলেন। কিন্তু আমরা গোপনে সন্ধান পাইয়াছিলাম যে দয়ালু প্রতিবেশীটী প্রতিভার মাতার নিকটে কিছু এবং পাত্রের পিতার নিকটেও কিছু টাকা লইয়া তবে এ কার্য্যে হাত দিয়াছিলেন। যাহাই হউক প্রতিভার মাতা এজন্য বিনীতভাবে যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন, এবং 'দয়ালু' প্রতিবেশীর শুভ কামনায় জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলেন। পাত্রটী তিনবার এণ্ট্রান্স ফেল হইয়া প্রথম বিবাহ করেন, সে স্ত্রী একটী পুত্রসন্তান প্রসব করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। পাত্রের পিতামাতা বর্ত্তমান। উপস্থিত তিনি কোন কাজ কর্ম্ম করেন না, পিতার কষ্টার্জ্জিত ধনে উদর পূরণ করেন। তাঁহার হাতে পয়সা পড়িলে সুরা এবং গঞ্জিকা দেবীর সেবা করিয়া থাকেন। এই ত তাঁহার গুণ, রূপও "তথৈবচ"।

উক্ত প্রতিবেশীর মতে এমন সুপাত্র আর কুত্রাপি মিলিবে না, অতএব শীঘ্র শুভ কার্য্য সম্পন্ন করাই মঙ্গল!

এই 'সু' পাত্রে কন্যা সম্প্রদান করিতে বিধবার ৫।৬ শত টাকার প্রয়োজন। সোনের ভরি স্বর্ণালঙ্কার, এবং নগদ তিন শত টাকা চাই; তৎপরে বরাভরণ, ফুলশয্যা ও বিবাহের খরচ প্রভৃতি আছে। তাঁহার সম্বলের মধ্যে কয়েক বিঘা ধানজমী মাত্র। তবে তিনি কিরূপে এত অর্থ সংগ্রহ করিবেন? হায়! তাঁহার নিকট একটী তাম্রমুদ্রা একটী স্বর্ণমুদ্রার ন্যায় মূল্যবান্!

কিন্তু ইহা না হইলেও কন্যার বিবাহ হইবে না। অগত্যা তিনি ইহাতেই স্বীকৃত হইলেন। যে জমীটুকু ছিল, তাহা এক জনের নিকটে বন্ধক রাখিলেন এবং ঐ বন্ধকী টাকা লইয়া কন্যার বিবাহের আয়োজন করিতে লাগিলেন। পরে অন্নাভাবে তাঁহার যে কি দশা হইবে তাহা আর তিনি ভাবিলেন না, অথবা নিরুপায় বলিয়া সে ভাবনা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

গৃহসজ্জা সামান্য যাহা ছিল, তন্মধ্যে কিছু কিছু রাখিয়া অবশিষ্ট সমস্ত বিক্রয় করিলেন। এইরূপে কন্যার অলঙ্কারগুলি ও 'ভাবী' জামাতার জন্য চেন, ঘড়ি প্রভৃতি ক্রয় করিলেন। বিবাহের দিন নির্দ্দিষ্ট হইল, বিধবা যথাসাধ্য জ্ঞাতি ও প্রতিবেশীদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। আমাদের সুরেশচন্দ্রও নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন, এবং সুরেশ আসিয়াছিলেন বলিয়া ভূপেন্দ্রও বিবাহদর্শনার্থে আসিয়াছিলেন! দুই বন্ধুতে এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বিবাহ দেখিতেছিলেন, এবং "বানরের গলায় মুক্তার মালা" অর্পিত হইতেছে দেখিয়া সমাজকে ধিক্কার দিয়া উভয়ে দুঃখ প্রকাশ করিতেছিলেন। এদিকে পাত্রের পিতা আসিয়াই আপনার "প্রাপ্য" বুঝিয়া লইতে লাগিলেন। প্রতিভার মাতা একজন লোক দ্বারা তৎসমস্ত বুঝাইয়া দিতেছিলেন। চেন, ঘড়ি, অলঙ্কার প্রভৃতি দেখিয়া "ভাল

হয় নাই” বলিয়া বরকর্ত্তা নাসিকা কুঞ্চিত করিলেন। যাহাহউক অনুগ্রহপূর্ব্বক সে গুলি গ্রহণ করিয়া প্রতিভার মাতাকে কৃতার্থ করিলেন। শেষে টাকা গণিতে বসিলেন। নগদ তিন শত টাকা দিবার কথা ছিল, কিন্তু বিধবা আড়াই শত টাকার অধিক তখন সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। তিনি অতি বিনীত ভাবে ভাবী বৈবাহিককে কহিলেন “আর টাকা সংগ্রহ করিতে পারি নাই, বাকি পঞ্চাশ টাকা পরে দিব, এখন এই আড়াই শত টাকা লইয়া অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে কন্যাদায় হইতে উদ্ধার করুন!

পাত্রের পিতা এ কথা শুনিয়া মহা রাগান্বিত হইলেন। “যুয়াচোর” “পাজি” “ছোট লোক” মিথ্যাবাদী” প্রভৃতি বলিয়া গালি দিতে লাগিলেন। তিনি কহিলেন, “যদি বিবাহ দিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে এখনি ঐ বাকি পঞ্চাশ টাকা দেওয়া হউক, নচেৎ আমি বর উঠাইয়া লইয়া যাইব”। প্রতিভার মাতা অত্যন্ত ভীত হইলেন, গালি যাহা খাইলেন তাহা গ্রাহ্য করিলেন না, এখন তিনি মেয়ের বিবাহ দিতে পারিলে বাঁচেন। তিনি অধিকতর কাতর ও বিনীত ভাবে বলিলেন, “আমি আপনার নিকটে প্রতিজ্ঞা করিয়া কহিতেছি, এক মাসের মধ্যে উক্ত পঞ্চাশ টাকা আপনাকে দিব, আজ আমি আর কিছুতেই সংগ্রহ করিতে পারি নাই। ধার কর্জ্জ করিয়া আমি যাহা পাইয়াছি তৎসমস্তই আপনাকে দিয়াছি, আর আমার কিছুই নাই। কিন্তু দরিদ্র বিধবার এ কাতরতা কে দেখে? কে শোনে? বরকর্ত্তা অকথ্য কথায় নানারূপ গালাগালি দিতে দিতে স্বীয় পুত্রের হস্ত ধারণপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন।

প্রতিবেশিগণ বিবাহ দিয়া যাইবার নিমিত্ত তাঁহাকে অনেক অনুরোধ করিতে লাগিলেন, একজন এক মাসের মধ্যে টাকা দেওয়া হইবে বলিয়া জামিন হইতে চাহিলেন, কিন্তু “চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী”, বরকর্ত্তা কাহারও কথায় কর্ণপাত করিলেন না। তখন প্রতিভার মাতার মস্তকে আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল, তিনি সমগ্র পৃথিবী অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। “ওগো তোমাদের পায়ে পড়ি, আমার জাতি রক্ষা কর” বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। বাস্তবিক জাতিনাশ হয় দেখিয়া জ্ঞাতিগণও চিন্তান্বিত হইলেন। উপায়ান্তর না দেখিয়া সকলে বৃথা গণ্ডগোল আরম্ভ করিলেন। সুরেশ এবং ভূপেন্দ্র এই লোমহর্ষণ ব্যাপার দেখিয়া স্তম্ভিত এবং ব্যথিত হইলেন, উভয়ের চক্ষু দিয়া বিন্দু বিন্দু অশ্রুপাত হইতে লাগিল।

গৃহদ্বারে পাত্রীকে সুসজ্জিতা করিয়া একখানি পিঁড়ার উপর বসাইয়া রাখা হইয়াছিল, বালিকা সেই পিঁড়ার উপরেই বসিয়া আছে। মাতার এই বিপদে এবং তাঁহার আর্ত্তনাদশ্রবণে বালিকার চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল। সে মনে মনে ভগবানের চরণে প্রার্থনা করিতেছিল,

"দয়াময়! আমি ক্ষুদ্র বালিকা, আমার জন্য আমার দুঃখিনী মাতা যেন আর অধিক দুঃখ না পান? তাঁহাকে এ দুঃখ-সাগরে পার কর। এই দণ্ডে আমার মৃত্যু হ'ক, তাহা হইলেই আর কোন জ্বালা থাকিবে না।" বুঝি ভগবানের চরণে তৎক্ষণাৎ সে কথা পৌঁছিল!

বালিকার কাতরতায় দয়াময় আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। সেই অনন্ত দেবের অপার কৃপাবলে হঠাৎ সুরেশের দৃষ্টি প্রতিভার উপর পতিত হইল। সেই সজল নেত্রে তাহার বদনকমলের শোভা যেন সহস্র গুণে বর্দ্ধিত হইয়াছিল। তদ্দর্শনে সুরেশচন্দ্র মুগ্ধ হইলেন। অবিলম্বে তিনি প্রতিভার মাতার নিকট গিয়া কহিলেন "মা, যদি অন্যায় বিবেচনা না করেন, তবে আমাকে আপনার কন্যা সম্প্রদান করিয়া জাতি রক্ষা করুন"।

বিধবার কর্ণে সে কথা স্বপ্নে শ্রুতবৎ বোধ হইতে লাগিল। একি কখনও হইতে পারে? সুরেশচন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ, বি, এল্ উপাধিধারী, নবীন যুবক, কত ধনাঢ্য ব্যক্তি তাঁহার করে কন্যা সম্প্রদান করিবার নিমিত্ত লালায়িত হইয়া বেড়াইতেছেন। তিনি একজন দরিদ্রা অনাথা বিধবার কন্যাকে বিবাহ করিবেন? ইহা হইতেই পারে না।

এ কথায় তাঁহার বিশ্বাস হইল না, তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া উদাসনেত্রে সুরেশের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। সুরেশ তাঁহার মনোভাব বুঝিলেন, এবং তাঁহার ম্লান মুখ দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। তিনি পুনশ্চ কহিলেন, "আপনার যদি কোন আপত্তি না থাকে, তবে আমি আপনার কন্যাকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত আছি।" এইবার বিধবা কথা কহিলেন এবং বাষ্পগদগদ স্বরে বলিলেন "হাঁ বাবা, সত্যি কি তুমি প্রতিভাকে বে' কোরবে?"

সুরেশ "আজ্ঞা হাঁ" বলিয়া সম্মতি জানাইলেন। বিধবা তখন অতিরিক্ত আনন্দে আত্মবিস্মৃত হইয়া কি কর্ত্তব্য তাহা ভুলিয়া গেলেন। পুরোহিত সুরেশ-চন্দ্রের হস্ত ধারণ করিয়া তাঁহাকে বরের আসনে বসাইলেন। নাপিত আসিয়া ভুতপূর্ব্ব বরের পরিত্যক্ত চেলির যোড় ও টোপর তাঁহাকে পরাইয়া দিল, তাহার পর প্রতিভাকে আনিয়া যথাশাস্ত্র বিবাহ আরম্ভ হইল। সুরেশচন্দ্র কন্যাযাত্র হইয়া বিবাহ দেখিতে আসিয়া নিজেই বর সাজিয়া বিবাহ করিতে বসিয়া গেলেন। এই ব্যাপারদর্শনে ভুপেন্দ্রনাথ অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া সুরেশচন্দ্রকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন "ভাই সুরেশ! জগতে তুমিই ধন্য। তোমার তুলনা নাই। আজি তুমি যে দৃষ্টান্ত দেখাইলে, জগৎ ইহা দেখুক, সমাজ ইহা শিক্ষা করুক! তোমার এই দৃষ্টান্তানুযায়ী কার্য্য করিলে পৃথিবী স্বর্গ হইবে। ইহাতেই সমাজের প্রকৃত উন্নতি হইবে। যাহারা 'সমাজ সংস্কার,' 'সমাজ সংস্কার,' বলিয়া বৃথা চীৎকার করে, সেই জ্ঞানগর্ব্বিত নির্ব্বোধ

লোকেরা আজি দেখুক যে, সুধু গলাবাজি বা মসীযুদ্ধে সমাজসংস্কার হয় না, যথার্থ সমাজসংস্কার করিতে হইলে প্রকৃত কর্ম্মবীরের ন্যায় কর্ম্ম করা চাই। স্বার্থ ত্যাগ করিয়া সমাজসংস্কারের কার্য্য করিলে অবশ্যই সমাজের উন্নতি সাধিত হইবে।”

যথারীতি শাস্ত্রমতে সুরেশচন্দ্রের সহিত প্রতিভার বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল। প্রতিভার মাতার আজি যে আনন্দ, তাহা বর্ণনাতীত। তিনি ভিন্ন অন্য কেহ সে আনন্দ অনুভব করিতে পারিবে না। প্রতিবেশিগণের মধ্যে কেহ কেহ যার পর নাই আহ্লাদিত হইলেন, আবার কাহারও বা ইহা ভাল লাগিল না। সামান্যা, দীনা দরিদ্রার কন্যা, অর্থাভাবে অপাত্রেও যাহাকে বিবাহ করিতে চাহিল না, তাহার কিনা সুরেশচন্দ্রের ন্যায় সর্ব্বগুণবিভূষিত পাত্রের সহিত বিবাহ! !

যাহারা পরের সম্পদ দেখিতে পারে না, তাহাদের প্রাণে ইহা সহিবে কেন? বলা বাহুল্য সুরেশচন্দ্র বিবাহ করিয়া অর্থাদি কিছুই লন নাই। এমন কি প্রতিভার গাত্র হইতে অলঙ্কার কয়খানিও খুলিয়া লইয়া প্রতিভার মাতার হস্তে প্রত্যর্পণ করিলেন। প্রতিভার মাতা সে গুলি লইতে কিছুতেই সম্মত হইলেন না, কহিলেন “বাবা, তোমার মত জামাতা যাহার, তাহার এ সংসারে আর কিছুরই অভাব নাই।”

কিন্তু সুরেশ সে কথা শুনিলেন না। তিনি কহিলেন “আমি সকলই জানি, আপনার অন্নসংস্থানের জমীটুকু আপনি বন্ধক রাখিয়াছেন, আপনি তাহা কিরূপে উদ্ধার করিবেন? অন্নাভাবে কালি আপনার কি হইবে তাহা একবার ভাবিয়াছেন কি? এই অর্থে আপনি সেই জমীটুকু ছাড়াইয়া লউন। এ বিষয়ে আপনি আপত্তি করিবেন না। আমার এ সকলে কোনও প্রয়োজন নাই, আপনি আশীর্ব্বাদ করুন, পরদ্রব্যে আমার যেন কথনও লোভ না জন্মে।” ধন্য সুরেশ! আর যে রমণী তোমার ন্যায় পুত্র গর্ভে ধরেন, তিনিও ধন্যা!”

বিবাহের পর বর কন্যা বাসরগৃহে গমন করিলেন। রমণীগণ ‘বর’ দেখিয়া বড়ই প্রীত হইলেন। সুরেশচন্দ্র হাস্য পরিহাসে বাসর বেশ জমকাইয়া বসিয়াছিলেন। পুত্রের কার্য্যে অসন্তুষ্ট হওয়া দূরে থাকুক, নবীন বাবু তাহাতে অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। কন্যাদায় যে কি প্রকার ভীষণ ও ভয়াবহ, তাহা তাঁহার বিশেষরূপেই জানা ছিল, তিনি স্বয়ং ভুক্তভোগী। পুত্র যে এইরূপ কন্যাদায়গ্রস্তা এক অসহায়া বিধবাকে রক্ষা করিয়াছে, তাহাতে তিনি আহ্লাদিত হইলেন। পরদিন যথাসাধ্য সমারোহে বর ও বধূকে আপন গৃহে লইয়া গেলেন।

(৯)

সুরেশচন্দ্রের বিবাহের পর কয়েক মাস অতীত হইয়াছে। প্রতিভা প্রাণপণে শ্বশুর ও শাশুড়ীর সেবা শুশ্রূষা করে। সে ননন্দিনীগণকে সহোদরাধিক যত্ন ও শ্রদ্ধা করে,

এবং কিসে সে সকলকে সন্তুষ্ট রাখিতে পারিবে, সর্ব্বদাই তাহার চেষ্টা করে। যা কমলার কৃপায় এখন সুরেশের দাস দাসী অনেক হইয়াছে, তথাপি প্রতিভা অনেক কার্য্য স্বহস্তে সম্পন্ন করিয়া থাকে। আলস্য বা বিলাসিতা কি প্রকার তাহা সে আদৌ জানে না। প্রতিভার গুণে বাটীর সকলেই সুখী। সুরেশচন্দ্রও পত্নীর রূপে মুগ্ধ এবং গুণে বশীভূত হইয়াছিলেন।

এক দিবস দিবা দ্বিপ্রহরকালে সুরেশচন্দ্র আপন বিশ্রামকক্ষে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন। সে দিন আদালত বন্ধ ছিল, সেই জন্য কোর্টে যাইতে হয় নাই। তাঁহার কনিষ্ঠা ভগ্নী শোভা একখানি পুস্তক হস্তে লইয়া তাঁহার নিকট পাঠ বলিয়া নূতন পাঠ লইতেছে। সুরেশচন্দ্র একখানি সংবাদপত্র পাঠ করিতেছিলেন, এবং মধ্যে মধ্যে ভগ্নীর পাঠ বলিয়া দিতেছিলেন। এমন সময়ে সহাস্যবদনে ভুপেন্দ্রনাথ তথায় উপস্থিত হইলেন। আলুলায়িতকুন্তলা শোভা আলতা-পরা পাদুখানি দোলাইতে দোলাইতে পুস্তক হস্তে করিয়া একখানি বেঞ্চির উপর বসিয়াছিল। দ্বারের নিকটে দাঁড়াইয়া ভুপেন্দ্রনাথ মুহূর্ত্তমাত্র সে মনোমোহিনী মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিলেন, অমনি চারি চক্ষুর সম্মিলন হইল।

শোভা এখন ভুপেন্দ্রনাথের সম্মুখে বাহির হয় না, কে জানে কেন ভুপেন্দ্রকে দেখিলেই তাহার অন্তরে কেমন এক প্রকার লজ্জা আসিয়া উপস্থিত হয়।

দ্বারের পার্শ্বে ভুপেন্দ্রকে দেখিয়া শোভার বদনমণ্ডল আরক্তিম ভাব ধারণ করিল। দ্বারে ভুপেন্দ্র, সে বাহিরে যাইতেও পারিতেছে না, তাহার হৃৎপিণ্ড ঘন ঘন স্পন্দিত হইতে লাগিল, যেন কি মহা বিপদ উপস্থিত।

ভুপেন্দ্র আসিয়া কক্ষমধ্যে সুরেশের পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। অমনি শোভা হস্তের পুস্তকখানি রাখিয়া দিয়া বেগে অন্দরাভিমুখে প্রস্থান করিল। উঠিবার সময় বেঞ্চির কোণে লাগিয়া পরিধেয় বস্ত্রের অঞ্চল কিঞ্চিৎ ছিন্ন হইয়া গেল। আবার বহির্গমনকালে দ্বারের অর্গলে কয়েক গাছি চুল আটকাইয়া গেল, শোভা সেগুলি খুলিবার অবকাশ পাইল না, টানিয়া ছিঁড়িয়া লইয়া দৌড়িল।

কিয়ৎক্ষণ এ কথা সে কথার পরে ভুপেন্দ্র কহিলেন "ভাই সুরেশ! তুমিতো দিব্য পত্নীটী বিবাহ করিয়া আনিলে, সার্থক সে দিন বিবাহ দেখিতে গিয়াছিলে? এখন আমিই একা আইবড় থাকিব নাকি?"

সুরেশ সহাস্যে কহিলেন "দুঃখ কেন ভাই!" তোমার তো সকলি প্রস্তুত, আর এক বৎসরও অতীত হইতে চলিল।"

ভুপেন্দ্র দুঃখিত হইয়া কহিলেন, "সে যে কাণা, কাণার হস্তে এমন অমূল্য জীবনটা উৎসর্গ করিব?"

সুরেশ অপ্রতিভ হইয়া ভাবিলেন, জানিয়া শুনিয়া ভুপেন্দ্রের মনে ব্যথা দেওয়া ভাল কাজ হয় নাই।

পরিহাস ত্যাগ করিয়া তিনি কহিলেন "কাণাকে যদি বিবাহ করিয়া অসুখী হও, তবে আর একটী ভাল পাত্রী মনোনীত কর না কেন? কিন্তু তোমার পিতার মত হইবে কি?" ভূপেন্দ্র একটু চিন্তা করিয়া কহিলেন, "আমি ভাবিয়াছি, বিবাহের পরে অনুনয় বিনয় করিয়া পিতার নিকটে ক্ষমাভীক্ষা চাহিব, পূর্ব্বে জানিতে পারিলে তিনি যে মত করিবেন, সে আশা আমার নাই।"

সুরেশ কহিলেন "পিতামাতার অনুমতি ভিন্ন এরূপ ভাবে বিবাহ করা উচিত নহে।" ভূপেন্দ্র হাসিয়া উত্তর করিলেন, "ওহে পণ্ডিতপ্রবর, তুমি কি পিতামাতার অনুমতি লইয়া বিবাহ করিয়াছিলে?"

সুরেশ অপ্রতিভ হইয়া কহিলেন, সত্য আমি পিতামাতার বিনা অনুমতিতে বিবাহ করিয়াছি, কিন্তু আমি জানিতাম এ কার্য্যে আমার পিতামাতা অসন্তুষ্ট হইবেন না। আমি দরিদ্রের সন্তান, অতএব আমার বিবাহ দিয়া তাঁহাদের বিপুল অর্থ ও সম্পত্তি লাভের প্রত্যাশা ছিল না। কিন্তু তোমার বিবাহে তোমার পিতা বিপুল সম্পত্তি হস্তগত করিবার কত প্রত্যাশা করেন, তাহা তোমার অবিদিত নাই।"

ভূপেন্দ্র দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন "ভাই এ ভিন্ন কানার হস্তে পরিত্রাণলাভের আর আমার উপায় নাই। এরূপ না করিলে জীবনের সুখ, শান্তি এমন কি জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে হয়।" এই বলিয়া ভূপেন্দ্র অধোমুখে নিরুত্তর রহিলেন।

কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিয়া সুরেশচন্দ্র ভূপেন্দ্রের বিবাহের বিষয় এক প্রকার বিস্মৃত ছিলেন, আজি আবার সকল কথা স্মরণ করিয়া চিন্তিত হইলেন। কিরূপে ভূপেন্দ্র মনোমত পত্নী লাভ করিয়া চিরশান্তি লাভ করিতে পারে, সেই চিন্তা তাঁহার অন্তরে প্রবল হইয়া উঠিল। তিনি বুঝিলেন, ভূপেন্দ্র যদি অন্যত্র বিবাহ করেন, তবে কখনই বিনোদবাবু তাঁহার হস্তে কন্যা সম্প্রদান করিবেন না। অতএব ভূপেন্দ্রের গোপনে মনোনীত পত্নীর সহিত পরিণয় নিতান্ত অযৌক্তিক নহে। তবে ইহাতে হরিমোহন বাবু নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইবেন। কিন্তু ভূপেন্দ্রের মাতা স্নেহময়ী, তিনি অর্থলোলুপা নহেন। তাঁহার অনুরোধে অবশ্যই হরিমোহন বাবু ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারেন। এইরূপ ভাবিয়া তিনি ভূপেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কি অন্য কোন পাত্রী দেখিয়া মনোনীত করিয়াছ?"

ভূপেন্দ্র কহিলেন "হাঁ, এখন তোমার মতের অপেক্ষা।"

সুরেশ সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার মত? তুমি যাহাতে সুখী হও, আমার কি তাহাতে অনিচ্ছা ভূপেন?"

ভূপেন্দ্র। না, তাহা জানি বলিয়াই আজি আমি সাহস করিয়া তোমার নিকটে সে কথা বলিতে আসিয়াছি। ভাই, বহুদিবস হইতে এ দুরাশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া

আসিতেছি, আমার এ আশা কি পূর্ণ হইবে না ?

সুরেশ উৎসুক হইয়া কহিলেন "ব্যাপারখানা কি খুলেই বল না !"

ভূপেন্দ্র। বলিব বলিয়াই ত আসিয়াছি। বলিব বলিব অনেক দিন ভাবিয়াছি, কিন্তু লজ্জা ও আশঙ্কায় বলিতে পারি নাই। কিন্তু আজ বলিব বলিয়া দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া আসিয়াছি, তাহার পর আমার অদৃষ্টে যাই থাকুক, তুমি— সুরেশ বাধা দিয়া সহাস্যে কহিলেন, "আজি কোর্ট বন্ধ, অত বক্তৃতা করিতেছ কেন ? কাজের কথাটা কি শীঘ্র বল !"

ভূপেন্দ্র সাগ্রহে সুরেশের হস্ত ধারণপূর্ব্বক কহিলেন "ভাই সুরেশ ! প্রাণের সুরেশ ! আমি শোভার পাণি ভিক্ষা করি, বল ভাই, আমার এই বাসনা কি পূর্ণ হইবে না ?" এই কথা শুনিয়া সুরেশের বদনমণ্ডল হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিল বটে, কিন্তু পর ক্ষণেই তাহা অতি বিষণ্ণ ভাব ধারণ করিল। তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন "ভাই, পোনের হাজার টাকা দিবার ক্ষমতা তো আমাদের নাই ?"

ভূপেন্দ্র হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "পাগল, আমি টাকার প্রত্যাশী নই।"

সুরেশ। তুমি টাকার প্রত্যাশী নহ তাহা জানি, কিন্তু তোমার পিতা ছাড়িবেন কেন ? তাঁহার প্রথম আকাঙ্ক্ষা পোনের হাজার টাকা, দ্বিতীয়, অগাধ সম্পত্তি ! এ সকল ত্যাগ করিয়া আমাদের ন্যায় দীন দরিদ্রের ঘরে তোমার বিবাহ দিতে কখনই তিনি সম্মত হইবেন না।

ভূপেন্দ্র দুঃখিতচিত্তে উত্তর দিলেন, "ভাই, পিতা আমার যে বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিয়াছেন,সে বিবাহে আমার অন্তর কিরূপ ব্যথিত তাহা তো তুমি জান, তবে জানিয়া শুনিয়া এ কথা কেন বলিতেছ ?"

সুরেশ। ভাই, তোমার ন্যায় ভগীপতি লাভ করিতে কাহার না ইচ্ছা হয় ? কিন্তু আমার পক্ষে তাহা বামন হইয়া চাঁদে হাত দেওয়া ভিন্ন আর কি বলিব। যে রমণী তোমার ন্যায় পতি লাভ করিবে, তাহার সৌভাগ্যের সীমা নাই। আমার ভগীর তত সৌভাগ্য আছে কি ? এ বিবাহে তোমার পিতা মহা ক্রুদ্ধ হইয়া কি জানি কি অনর্থ ঘটাইবেন। তাই আমার ইচ্ছা, তুমি অন্য কোন ধনাঢ্যের কন্যাকে মনোনীত করিয়া বিবাহ কর।

ভূপেন্দ্র। ভাই, যে দিন আমি তোমার সহিত প্রথম বর্দ্ধমানে তোমাদের বাটীতে আসি, সেই দিনেই আমি আমার চিত্ত হারাইয়াছি। আমার হৃদয়ের অন্তস্তলে শোভার মনোহারিণী মূর্ত্তি অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। আমি মনে মনে কত দিন সেই বিষয়-বিষ-মাখা, ধনগর্ব্বিতা, এক-চক্ষুহীনা রমণী ও আনন্দময়ী, জীবনানন্দদায়িনী, প্রস্ফুটিত কমল তুল্য, শোভার আধার শোভার তুলনা করিয়াছি, উভয়ে স্বর্গ নরক প্রভেদ ! শোভার অতুলনীয় রূপরাশি এবং অনুপমেয় গুণগ্রামে আমাকে পাগল করিয়া তুলিয়াছে, তোমার কাছে

বলিতে লজ্জা কি ? যদি আমি শোভাকে না পাই,তবে আমার জীবনের আশা ভরসা সবই ফুরাইবে। শোভা ভিন্ন আর কাহাকেও পত্নীরূপে গ্রহণ করিব না। আমি কল্পনায় প্রণয়-কুসুমে শোভার পূজা করি, এবং প্রণয়-মাল্য শোভার গলায় দিই, অনেক চেষ্টা করিয়াও এ প্রবৃত্তি দমন করিতে পারি নাই। পাছে আমার হাতে পড়িলে শোভা অসুখী হয়, সেই ভয়ে এত দিন এ কথা প্রকাশ করি নাই। কিন্তু আমি ঘোর স্বার্থপর, এখন শোভার বিবাহের কথা শুনিতে পাইতেছি, তাই আমার আশঙ্কা পাছে আমার হৃদয়রত্ন, চির-ঈপ্সিত ধন, অপরের কণ্ঠ শোভা করে। বলিতে কি আমি শোভাকে পাইবার আশাতেই আত্মীয় স্বজন ও স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া বর্দ্ধমানে আসিয়াছি। এখন তুমি কৃপা করিলেই আমার বাসনা সফল হয়।

সুরেশ বুঝিলেন শোভার সহিত বিবাহে যথার্থই ভূপেন্দ্র সুখী হইবে। আর শোভারও হাব ভাব দেখিয়া তাঁহার বুঝিতে বাকি ছিল না, যে শোভাও ভূপেন্দ্রনাথের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত ! তবে ইহা দুরাশা মাত্র মনে করিয়া এ কথা তিনি কল্পনাতেও স্থান দিতেন না।

ভূপেন্দ্র কহিলেন "সুরেশ! তুমি আমার হিতৈষী বন্ধু, তোমার নিকটে সকলই বলিলাম, এখন যাহাতে ভাল হয়, তাহা তুমি কর। আমি তোমার মত পরার্থে আত্ম হারা নহি, আমি ঘোর স্বার্থপর ও নিজ স্বার্থসাধনোদ্দেশে লালায়িত, আমায় ক্ষমা কর।"

দুই বন্ধুতে বহুক্ষণ ধরিয়া কত পরামর্শ করিতে লাগিলেন, সে কথা এ স্থলে বলা নিষ্প্রয়োজন। শেষে স্থির হইল, বিবাহ হইয়া গেলেই ভূপেন্দ্রনাথ পিতাকে পত্র লিখিয়া বিবাহের বিষয় জানাইবেন। সুরেশচন্দ্র স্বীয় পিতাকে সকল কথা বলিলেন। ভূপেন্দ্রনাথের ন্যায় জামাতা লাভ বহু সৌভাগ্যের ফল, ইহাতে কাহার আপত্তি হয় ? কিন্তু নবীন বাবু সেকেলে লোক, এরূপে বিবাহ দিতে স্বীকৃত হইলেন না। পিতামাতার অজ্ঞাতসারে এবং তাঁহাদের আশীর্ব্বাদের পরিবর্ত্তে ক্রোধ ও অভিসম্পাতের ভার মস্তকে বহন করিয়া বিবাহ দেওয়ায় ও করায় তিনি সম্মত হইলেন না।

তিনি কহিলেন "পিতা মাতা বর্ত্তমানে পুত্রের স্বয়ং বিবাহ করিবার অধিকার নাই, তাঁহাদের উভয়েরই অসম্মতিতে আমি কন্যার বিবাহ দিতে ইচ্ছুক নহি। পিতামাতার আশীর্ব্বাদ না লইয়া বিবাহ করিলে কখনই মঙ্গল হয় না। তাঁহাদের মধ্যে এক জনেরও মত হইলে আমি ভূপেন্দ্রনাথের সহিত শোভার বিবাহ দিতে পারি।"

সুরেশ ভূপেন্দ্রনাথকে সকল কথা কহিলেন, এবং সুরেশেরই উপদেশমতে ভূপেন্দ্র এই বিবাহের কথা বিস্তৃতরূপে লিখিয়া তাঁহার মাতাকে একখানি পত্র পাঠাইলেন। কয়েক দিন পরে ভূপেন্দ্রের

পত্রের উত্তর আসিল। পত্রখানি ক্ষুদ্র, তাহাতে কয়েক পংক্তি মাত্র লিখিত ছিল—

শ্রীশ্রীহরি
সহায়।

কলিকাতা,
কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট।

দীর্ঘজীবেষু,

বাবা, তোমার পত্রে সমস্ত অবগত হইলাম। তোমার চিন্তার কোনও কারণ নাই। আমি যেরূপে পারি কর্ত্তাকে সম্মত করিব। তুমি বিবাহ করিয়া গৃহে আসিলে আমি সানন্দে বৌ বরণ করিয়া গৃহে তুলিব। আশীর্ব্বাদ করি, তুমি দীর্ঘজীবী হইয়া অতুল আনন্দ ভোগ কর, ইতি।

আশীর্ব্বাদিকা—তোমার মাতা।

পত্র পাঠ করিয়া ভূপেন্দ্রের আনন্দের পরিসীমা রহিল না। তিনি তৎক্ষণাৎ সুরেশের বাসায় গিয়া পত্রখানি সুরেশের হাতে দিলেন। সুরেশচন্দ্র নবীন বাবুকে সেই পত্র দেখাইলেন। অতঃপর নবীন বাবুর আর কোনও আপত্তি রহিল না। বিবাহের দিন স্থির হইল। ইতিমধ্যে আর একটী আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিল। প্রচুর অর্থলাভের আশা পরিত্যাগ করিয়া, তৎপরিবর্ত্তে ভাবিবধূর গাত্রহরিদ্রার নিমিত্ত প্রচুর দ্রব্যসম্ভার এবং বহুমূল্য রত্নালঙ্কারাদি লইয়া হরিমোহন বাবু স্বয়ং পুত্রের বিবাহ দিবার নিমিত্ত লোকজন সমভিব্যাহারে বর্দ্ধমানে উপস্থিত হইলেন। পাঠিকা ও পাঠকগণ বলিতে পারেন কি এ কাহার চেষ্টায় হইল? ইহা ভূপেন্দ্রের স্নেহময়ী মাতার চেষ্টাতেই হইল। হরিমোহন বাবুর প্রবল অর্থলিপ্সা কেবল তাঁহারই চেষ্টায় দূর হইয়াছে। আমাদের বঙ্গভূমিতে সহৃদয়া মহিলার অভাব নাই। তাঁহারা যদি স্বীয় স্বার্থ ত্যাগ করিয়া ভূপেন্দ্রের মাতার ন্যায় কেবল পুত্রের সুখদুঃখের উপর সকল নির্ভর করেন, তাহা হইলে সমাজের বহু উপকার সাধন হয়। আর আমাদের সন্তানগণ যদি ভূপেন্দ্র ও সুরেশচন্দ্রের ন্যায় হইতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে পৃথিবী স্বর্গ হইয়া উঠে। জগতে কন্যাভারপ্রপীড়িত ব্যক্তির সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস পায়। সংসারে দুঃখদরিদ্রতার পরিবর্ত্তে আনন্দের স্রোত বহিতে থাকে। হায়! বঙ্গে এমন দিন কি কখন আসিবে? হরিমোহন বাবুকে দেখিয়া সুরেশ প্রভৃতি সকলে যেমন আশ্চর্য্যান্বিত, পরক্ষণে তেমনি আনন্দিতও হইলেন। তাহার পর শুভক্ষণে ভূপেন্দ্র ও শোভার বিবাহকার্য্য সমাধা হইয়া গেল। সতী আপন প্রতিজ্ঞা পালন করিলেন। এ বিবাহে ভূপেন্দ্র ও শোভা অতিশয় প্রীতিলাভ করিলেন। শোভার আত্মীয় স্বজনেরও আনন্দের সীমা রহিল না। হরিমোহন বাবুও পুত্রবধূর রূপ দর্শনে মুগ্ধ হইয়া টাকা কড়ি, বিষয় সম্পত্তি, সকলই বিস্মৃত হইলেন। তিনি

সানন্দে পুত্র ও পুত্রবধূ লইয়া গৃহে গমন করিলেন। আমাদেরও আখ্যায়িকা শেষ হইল, আমরাও পাঠিকা ও পাঠকগণের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম।

শ্রীমতী চারুশীলা মিত্র, হুগলি।

—•—

দাতা চিরং জীবতু।

বড় অল্প দিনের কথা নয়, প্রায় চল্লিশ বৎসর হইল বৈশাখ মাসের শেষভাগে একদিন অপরাহ্নসময়ে—সূর্য্য অস্তমিত-প্রায় হইয়াছে—পৃথিবী ছাড়িয়া রৌদ্র গাছের মাথায় উঠিয়াছে ও উচ্চ অট্টালিকার শিরে বসিয়াছে। পাখীগুলি তাহা দেখিয়া চারি দিকে আনন্দে রব করিতেছে, শীতল বায়ু মৃদু মৃদু বহিতেছে, এমন সময় বর্দ্ধমান রেল ষ্টেশনের বাহিরের বারান্দায় একজন প্রবীণ ভদ্রলোক ধীরে ধীরে পদচারণা করিতেছিলেন। তাঁহার মুখখানি যেন গাম্ভীর্য্যমাখা—পরিধানে একখানি রেলির থানের সাদা ধপধপে ধুতি, গাত্রে একখানি লংক্লথের চাদর। তিনি বার মাসই তাহা ব্যবহার করিতেন। তাঁহার মাথার চুলগুলি ছোট ছোট করিয়া ছাঁটা, প্রায় গোল ভাবে মস্তক কামান এবং পায়ে তালতলার চটী জুতা। তখন ঠনঠনিয়ার চটীর এতটা প্রসার প্রতিপত্তি হয় নাই।

একটী অন্নক্লিষ্ট দশ বার বছরের বালক আপনার খালি পেটটীতে হাত দিয়া তাঁহাকে আপনার ক্ষুধার্ত্ততা জানাইয়া একটী পয়সা ভিক্ষা চাহিল। প্রবীণ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "পয়সা লইয়া কি করবি?"

বালক। ঐ এক পয়সার মুড়ি কিনে খাবো।

প্রবীণ। যদি দুটী পয়সা দি?

বালক। এক পয়সার মুড়ি খাবো, আর একটী পয়সার মুড়ি ছোট ভাইটীর জন্য নিয়ে যাবো।

প্রবীণ। যদি চারিটী পয়সা দি?

বালক। তা হ'লে দুপয়সার মুড়ি কিনবো, আর দুটী পয়সা মাকে দিব।

প্রবীণ। আচ্ছা—যদি একটা টাকা দিই?

বালক। তা হ'লে দুপয়সার মুড়ি কিনি, দুটী পয়সা মাকে দি, আর পনর আনা পয়সায় আম কিনে ফেরি করিয়া বেড়াই।

প্রবীণ। তখন হাসিতে হাসিতে বালকটীকে পাঁচটী টাকা দিলেন। বালক টাকা পাইয়া তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল এবং হাসিমুখে নগরাভিমুখে চলিয়া গেল।

এই ঘটনার বার তের বৎসর পরে আবার একদিন সেই প্রবীণ পুরুষটী বর্দ্ধমানের রেল ষ্টেশনের বাহিরের বারান্দায় বেড়াইতেছিলেন, বাইশ তেইশ বৎসরের একটী যুবা অনেকক্ষণ ধরিয়া

তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া যেন কোন সুপ্ত স্মৃতিকে জাগ্রত করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিল। হঠাৎ তাহার মুখে একটু প্রফুল্লতার চিহ্ন দেখা গেল এবং সে সেই প্রবীণ পুরুষের নিকটবর্ত্তী হইয়া তাঁহার পদপ্রান্তে মস্তক লুণ্ঠিত করিয়া বলিল—

তিনি "আপনিই বটে।"

প্রবীণ আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন,—

'কে তুমি, কেন আমার পায়ে পড়িলে?'

যুবক। আপনাকে আপনার আমের দোকানে যাইতে হইবে; চলুন, আমি অনেক দিনের পর আপনার দেখা পাইয়াছি, আপনাকে আর ছাড়িব না— এই স্থানটীতে আসিলেই আপনাকে আমার মনে পড়ে। অনেক কষ্টে আজ ভগবান আপনাকে মিলাইয়া দিয়াছেন।

প্রবীণ। ব্যাপারটা কি বল, আমার কখন আমের দোকান নাই, আমি কোথায় যাইব?

যুবক। আপনি চলুন, দোকানে গেলেই আপনাকে সকল কথা মনে করিয়া দিব।

যুবকের নির্ব্বন্ধাতিশয্যদর্শনে প্রবীণ কিছুতেই এড়াইতে পারিলেন না। তিনি ধীরে ধীরে যুবকের অনুসরণ করিলেন। আমের দোকান ষ্টেশনের অতি নিকটেই, দুই এক মিনিটের মধ্যে তিনি একখানি বৃহৎ আমের দোকানে উপস্থিত হইলেন। দোকানখানিতে প্রায় হাজার টাকার আম রহিয়াছে, দুই তিনজন চাকরে আম বেচিতেছে, একজন মুহুরী বিক্রয়ের হিসাব লিখিতেছে। দোকানে খরিদ্দার ধরে না, এ বলিতেছে "আমাকে আগে দাও", ও বলিতেছে "আমাকে আগে দাও, গাড়ী এখনি ছাড়িয়া দিবে।" ইত্যাদি—

যুবক প্রবীণকে দোকানে লইয়া গিয়া একখানি চৌকিতে বসাইয়া, আপনি জলের ঘটী লইয়া তাঁহার পাদপ্রক্ষালন করিয়া দিল, তাহার পর সাত আটটী সুপক্ক বড় বড় আম লইয়া ছাড়াইয়া একখানি থালা পরিপূর্ণ করিয়া বলিল—

"এগুলি আপনাকে খাইতে হইবে, না খাইলে কিছুতেই ছাড়িবো না, এ সকল যাহা দেখিতেছেন সবই আপনার। আপনি পেট ভরিয়া খান।"

প্রবীণ কিয়ৎকাল অবাক হইয়া বসিয়া থাকিবার পর জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"ব্যাপারটা কি বল দেখি। তুমিই বা কে, ষ্টেশনে কত লোক আসা যাওয়া করিতেছে, তাহাদের কাহাকেও ত এরূপ যত্ন করিয়া আম খাওয়াইবার জন্য জেদ করিতেছ না, এ সকল কথা না বলিলে কিছুতেই আমি আম খাইব না।"

যুবক তখন অশ্রুজলে চক্ষু ভিজাইয়া বলিতে লাগিল,

"মনে করিয়া দেখুন আজ ১২।১৩ বৎসর হইল এই বর্দ্ধমানের ষ্টেশনে ঠিক এমনি সময়ে দশ বার বছর বয়সের একটী বালক একটী পয়সা ভিক্ষা চাহিলে আপনি তাহাকে পাঁচটী টাকা দিয়াছিলেন, বেশ করিয়া ভাবিয়া দেখুন দেখি। সেই এক-

পয়সার ভিখারী বালক আপনারই কৃপায় আর এই নগরের একজন প্রধান আমের মহাজন।"

প্রবীণ। "শুধু তাই মনে করিব কেন, তোমার ভ্রাতৃস্নেহ, আর মাতৃভক্তির কথাটাও মনে করিব, তোমার সেই বাল্যকালের বিষয়টাও ভুলিব না।"

এই সকল কথা বলিতে বলিতে প্রবীণের চক্ষু দুইটীও অশ্রুসিক্ত হইল। তিনি বলিলেন,—

"দাও আম দাও, তোমার আম অবশ্যই খাইব।"

এই বলিয়া দুই তিনটী আম খাইয়া বলিলেন,—

"আর খাইব না হে—আমার অম্বলের ব্যামো আছে।"

যুবক ছাড়িল না, জেদ করিয়া আরও দুইটী আম খাওয়াইল।

প্রবীণ বলিলেন, "ভোরপুর হইয়াছে। রাত্রিতে আর আমার জলস্পর্শ করিতে হইবে না।"

অতঃপর যুবক একটী ঝুড়িতে ভাল ভাল একশত আম বাছিয়া লইল, এবং প্রবীণের স্বস্থানে প্রস্থান করিবার সময় আপনার চাকরকে দিয়া সেই আমগুলি তাঁহার সঙ্গে পাঠাইল।

প্রবীণ বলিলেন, "এত আম লইয়া আমি কি করিব, এখানে আমার স্ত্রী পুত্র পরিজনবর্গের কেহই নাই, কেবল চাকর ও বামুন মাত্র, তাহাদের জন্য ৮।১০টা না হয় ২০।২৫টা হইলেই যথেষ্ট হইবে।"

যুবক বলিল—"পাড়া প্রতিবাসীকে বিলাইয়া দিবেন, তাহা হইলেও আমার সার্থক হইবে।"

পাঠকপাঠিকাগণ এই প্রবীণ পুরুষকে চিনিয়াছেন কি?—ইনি দয়ার অবতার স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। এ দেশে প্রবাদ এইরূপ যে, যে ব্যক্তি বিদ্যাসাগরের দানে উপকৃত, সেই সার্থক হইয়াছে; তাঁহার দান ব্যর্থ হইবার নহে। বিদ্যাসাগর মহাশয় আমাদের প্রাতঃস্মরণীয়।

শ্রীঅম্বিকাচরণ গুপ্ত।

ভূত না মানুষ?

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ফকিরের ফন্দি ও প্রতারণা।

চণ্ডদেবের ভূত কর্ত্তৃক প্রপীড়িত হওয়ার পর কিছুদিন অতীত হইল। তিনি অনেকটা সুস্থ হইলেন। তাঁহার হাতের ক্ষত সম্পূর্ণরূপে শুষ্ক না হইলেও ভূত কর্ত্তৃক আক্রমণের দুর্ভাবনাটা একেবারেই উপশম হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তিনি ভূতের ভয়ে অতি অস্থিরভাবে দিনপাত করিতে লাগিলেন। ইহার উপর নন্দক কোথায় গেল, সে চিন্তাতেও তিনি দগ্ধ হইতে লাগিলেন। নন্দক পূর্ব্বে কখনও

তাঁহার বিনা অনুমতিতে কোথাও যাইত না। একদিন সন্ধ্যার সময় চণ্ডদেব একজন ভৃত্যের মুখে শুনিতে পাইলেন যে, একজন ফকির তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছে।

তিনি ফকিরকে নিকটে আনাইলেন। ফকির তাঁহার কক্ষাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াই দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল, এবং চণ্ডদেবের সম্মুখে মেজের উপর একখানি কম্বল বিছাইয়া বসিয়া পড়িল। চণ্ডদেব ফকিরের ব্যবহারে ভীত হইলেন এবং বিরক্তিও বোধ করিতে লাগিলেন। তিনি কহিলেন, "তুমি আমার সঙ্গে দেখা করি'ত চাহিয়াছ কেন?"

ফকির। তুমি আমাকে চিনিতে পার না? আমি শুধু ফকির নই, ভূতের ওঝা, ও জোতিষ বিদ্যাতেও আমার অধিকার আছে।

চণ্ডদেব ভীত হইয়া কহিলেন, তুমি ভূতের ওঝা?"

ফকির। হাঁ, আমি জানিতে পারিয়াছি বহুদিন হইতেই একটা ভূত তোমার অনুসরণ ও তোমাকে সময়ে সময়ে আক্রমণ করিতেছে। এই কয়েক দিন হইল তুমি যে কুমারীর ধর্ম্মনাশ করিয়াছ, ও যাহাকে তুমি বিষাক্ত স্চ দ্বারা হত্যা করিয়াছ, তাহার প্রেতাত্মা তোমাকে হত্যা করিতে আসিয়াছিল। নন্দকের আগমনের আর এক দণ্ড কাল বিলম্ব হইলেই তোমাকে ধরাধাম হইতে চিরবিদায় লইতে হইত। সেই কুমারীর নামের আদি অক্ষর "চ"।

চণ্ডদেব বিস্ময়ে ও ভয়ে শবের মত হইয়া গেলেন, এবং বিস্ফারিতনেত্রে ফকিরের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। এই সময়ে তিনি এরূপ মুখব্যাদন করিলেন যে, আর কথনো কেহ তাঁহাকে সেরূপ মুখব্যাদন করিতে দেখে নাই। চণ্ডদেব এই ভাবে কতক্ষণ ছিলেন, তাহা তিনিও বলিতে পারেন না। যখন তাঁহার চক্ষু সঙ্কুচিত হইল, মুখের সে ভাব তিরোহিত হইল, তখন তিনি ভয়ে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া রহিলেন। এবং জড়িতস্বরে কহিলেন, "কাহার প্রেতাত্মা? চন্দনীর?"

ফকির। হাঁ যাহাকে বিষপ্রয়োগ করাইয়া হত্যা করিয়াছিলে তাহারই সেই প্রেতাত্মা।

চণ্ডদেব ভয়ে কোন কথাই বলিতে পারিলেন না। ভয়ে তাঁহার শরীর কাঁপিতেছিল। ফকির কহিল, "আমি ভূতের ওঝা, জানিতে পারিয়াছি যে, তোমার পশ্চাতে অনেক ভূত লাগিয়াছে। তুমি জানিও তোমার জীবনের এক তিলার্দ্ধও নিরাপদ নহে। তবে নিরাপদ হইতে পারে, যদি তুমি আমার শরণাপন্ন হও।"

চণ্ডদেব ভয়ে একেবারে জড়বৎ হইয়া গেলেন, এবং নিতান্ত অস্থির হইয়া কহিলেন, "শরণাপন্ন হইলাম, হইলাম!"

ফকির। আচ্ছা, আমি যাহা জিজ্ঞাসা করি, তুমি তাহার সত্য উত্তর দাও। বল, প্রতিধ্বনি ও ভাবময়ীকে কোথায় লুকাইয়া রাখিয়াছ?

ভয়ে চণ্ডদেবের প্রাণে আর প্রাণ

রহিল না, তাঁহার জিহ্বা শুকাইয়া গেল। তিনি রুদ্ধ স্বরে কহিলেন, "আ-মি জানি-না।"

ফকির। তুমি জান না? অবশ্য জান। জানত আমি কে? আমি ভূতের ওঝা, আমি সব জানিতে পারি। আমার কাছে লুকাইয়া ফল নাই। বল, সত্য কথা বল।

চণ্ডদেব কথা বলিতে চাহিতেছেন, কিন্তু পারিতেছেন না। অনেক চেষ্টায় চক্ষু মুদিয়া ও বুকের উপর হাত দিয়া কহিলেন, "রা-জ"। "হাঁ বুঝিলাম, রাজপুতানায়।" এই বলিয়া ফকির বায়ুবেগে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল।

ফকির চলিয়া গেলে চণ্ডদেব বহুক্ষণ মৃতবৎ অসাড় ও অবশ হইয়া বসিয়া রহিলেন। তাঁহার নাসিকা হইতে ঘন ঘন নিঃশ্বাস নির্গত হইতে লাগিল। তাঁহার ভৃত্যগণ নিকটে বসিয়া শুশ্রূষা করিতে লাগিল।

চণ্ডদেব কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া কোমল ও করুণ স্বরে গাহিতে লাগিলেন,—

"মনরে কৃষি কাজ জান না,
এমন মানব জমিন রইল পতিত
আবাদ করলে ফলত সোণা।"

তাঁহার ধর্ম্ম-সংগীত শুনিয়া ভৃত্যগণ পূর্ব্বের ন্যায় প্রীতি অনুভব করিতে পারিল না, কারণ আজ কাল গ্রামের মধ্যে চণ্ডদেবের দুর্নামের সীমা ছিল না। "পাপিষ্ঠ বলিয়া যার এত দুর্নাম, তাহার আবার ধর্ম্ম-সঙ্গীত লইয়া এত চেঁচা চেঁচি কেন?" এই কথাই তখন তাহাদের মনে উদয় হইতেছিল।

চণ্ডদেব তখন ফকিরের চাতুরী হইতে মুক্তি লাভ করিয়া নন্দকের আগমন-প্রতীক্ষাতেই জীবন ধারণ করিতেছিলেন। ভূতের আক্রমণে প্রপীড়িত ও ফকিরের কথায় ভীত হইয়া চণ্ডদেব স্ত্রীলোকের ন্যায় দেহাচ্ছাদনপূর্ব্বক গৃহাভ্যন্তরে লুক্কায়িত রহিলেন।

ফকির তাঁহাকে বলিয়াছিল যে, বহু-সংখ্যক ভূত তাঁহাকে মারিবার চেষ্টা করিতেছে। এ কথায় তিনি অবিশ্বাস করিয়াছেন বটে, কিন্তু ভয় তাঁহাকে ছাড়িল না। মৃত্যুভয় সততই তাঁহাকে তাড়না করিতে লাগিল। চন্দনীর আত্মা আসিয়াছিল, এ কথায় তিনি অবিশ্বাস করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু জাগ্রত ও নিদ্রিত, উভয় অবস্থাতেই চন্দনীর মূর্ত্তি দেখিতে লাগিলেন। ফকিরের উপরেও তাঁহার বিশেষ সন্দেহ হইল। কারণ, তিনি ফকিরের মুখেও যেন বহুদিন পূর্ব্বের একটি মৃত ব্যক্তির ছায়া লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস পৃথিবীর যত ভূত, তাঁহার মৃত্যুর জন্য ষড়যন্ত্র করিয়া বসিয়া রহিয়াছে। ফকির বলিয়াছে যে, সে ভূতের ওঝা, কিন্তু চণ্ডদেব বুঝিলেন যে, ফকির নিজেই ভূত, এবং নন্দকই এই সব ভূতাত্মার ওঝা, কিন্তু নন্দক কোথায়? তিনি কায়মনোবাক্যে বিধাতার নিকট নন্দকের নিরাপদে প্রত্যাগমন প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

চণ্ডদেব ত এই ভাবেই দিন কাটাইতে লাগিলেন। দেবদত্তের সময় আর কিছুতেই কাটিতেছে না, সে নন্দকের প্রতীক্ষায় থাকিয়া যার পর নাই উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছে।

সহসা একদিন একজন ফকির তাহার সঙ্গে দেখা করিয়া ভবিষ্যদ্বক্তার ন্যায় কহিল, "দেবদত্ত. তুমি গুণবতী স্ত্রী হারাইয়াছ, যদি তাহাকে পুনঃ প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা কর, তবে আমার সঙ্গে আইস।"

এই কথা শুনিয়া দেবদত্ত ঈশ্বরকে স্মরণ-পূর্ব্বক ফকিরের সঙ্গে বাহির হইলেন। কিছুদুর অগ্রসর হইয়াই ফকির দেবদত্তকে আদেশ করিল, "গ্রামের দক্ষিণ দিকে একটি বন আছে, তাহা ক্রমশঃ একটী উচ্চ পাহাড়ের নিকট পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে, সেই বনের প্রান্তভাগে গিয়া আমার জন্য অপেক্ষা কর।"

দেবদত্ত সাহসে নির্ভর করিয়া সেই দিকে চলিল।

ভবভূতি ইহার অগ্রেই নন্দকের অন্বেষণে বাহির হইয়াছিল।

পথিমধ্যে তাহাদের মিলন ও পরিচয় হইল। দেবদত্ত ও ভবভূতি উভয়ে এক জন কর্ত্তৃকই প্রপীড়িত, এবং উভয়ে এক পথেই চলিল।

(ক্রমশঃ)

অম্বুজাসুন্দরী দাস গুপ্ত।

সেণ্ট পলের পত্রাবলী।

রোমীয় খ্রীষ্টমণ্ডলীর প্রতি।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)।

তৃতীয় অধ্যায়।

৩। কতকগুলি লোক যদি বিশ্বাস না করে, তাহাতে কি আসে যায়? তাহাদের অবিশ্বাস কি ঈশ্বরের বিধানকে অতিক্রম করিবে?

৪। ঈশ্বর সত্যাশ্রয়; মনুষ্য মিথ্যাবাদী হয়, তিনি কখনও তাহা ইচ্ছা করেন না। শাস্ত্রে লিখিত আছে, তুমি যাহা বলিয়াছ তাহাতে তোমার সত্যতা প্রতিপন্ন হউক এবং যে মানুষ তোমাকে বিচার করে, সে পরাস্ত হউক।

৫। কিন্তু আমাদের অসত্যতা যদি ঈশ্বরের সত্যতাকে উজ্জ্বলতর করিয়া প্রকাশ করে, তাহা হইলে আমরা কি বলিব। ঈশ্বর পাপের দণ্ডদাতা, তাই বলিয়া কি তিনি অন্যায়াচারী?

৬। ঈশ্বর [কখনও অন্যায় করেন না]। ঈশ্বর যদি অন্যায় করেন, তাহা

হইলে তিনি কিরূপে জগতের বিচারকর্ত্তা হইবেন?

৭। যদি ঈশ্বরের সত্য আমার মিথ্যা দ্বারা অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া তাঁহার গৌরবের কারণ হয়, তবে আমি কেন পাপী বলিয়া বিচারিত হইব?

৮। এরূপই হউক না কেন যে, পাপের দণ্ড যখন ঠিক, তখন আমরা যতই পাপ করি না কেন, তাহা হইতে ত পরিণামে মঙ্গল হইবে।

৯। তবে কি আমরা জেণ্টাইলদিগের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট নহি? কিছুতেই নয়, কারণ আমরা পূর্ব্বেই সপ্রমাণ করিয়াছি যে, ইহুদী ও জেণ্টাইল সকলেই পাপী।

১০। শাস্ত্রে লেখা আছে, কেহই ধার্ম্মিক নয়; না, একজনও নয়, তাহাই সত্য।

১১। এ সকল তত্ত্ব বুঝিবার শক্তি কাহারও নাই, ঈশ্বরকে চায় এমন ব্যক্তি কেহই নাই।

১২। সকল লোকেই বিপথগামী, তাহারা সকলেই অকৃতী, সাধুভাবাপন্ন কেহই নহে? না, একজনও নহে।

১৩। তাহাদের কণ্ঠ উন্মুক্ত কবর, তাহাদের রসনা প্রতারণায় অভ্যস্ত এবং তাহাদের ওষ্ঠে সর্পের বিষ।

১৪। তাহাদের মুখ অভিশাপ ও কটু কথায় পুর্ণ।

১৫। তাহাদের পদদ্বয় রক্তপাতের জন্ত দ্রুতগামী।

১৬। তাহাদের পথ ধ্বংস ও ক্লেশময়।

১৭। শান্তির পথ তাহাদিগের অজ্ঞাত।

১৮। তাহাদের একটুও ঈশ্বরের ভয় নাই।

১৯। এখন আমরা বেশ জানি যে, বিধি যাহা বলে, তাহা বিধিবাদীদিগের জন্য। সকল মুখ নিস্তব্ধ হউক, কারণ ঈশ্বরের নিকট সমুদায় জগৎ অপরাধী বলিয়া গণ্য।

২০। অতএব ঈশ্বরের দৃষ্টিতে শরীর-ধারী কোন ব্যক্তি নির্দ্দোষ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না, কারণ তাহাদের পাপের জ্ঞান হইয়াছে।

২১। কিন্তু সর্ব্বত্রই ঈশ্বরের ন্যায়পরতা প্রতিপন্ন হইতেছে। ঈশ্বরের বিধি-প্রচারক ঋষিরা ইহার সাক্ষী।

২২। তবে আর গর্ব্বের কারণ কোথায়? কাহারও গর্ব্ব করিবার উপায় নাই মনুষ্যমাত্রেরই এই বিশ্বাসের আবশ্যক।

২৩। অতএব বিধি অনুসারে কার্য্য না করিয়াও এক ব্যক্তি বিশ্বাস দ্বারা নির্দ্দোষ হইতে পারে, ইহাই আমাদের সিদ্ধান্ত।

২৪। ঈশ্বর কি কেবল ইহুদীদিগের ঈশ্বর? তিনি কি জেণ্টাইলদিগের ঈশ্বর নন? হাঁ! তিনি জেণ্টাইলদিগেরও।

চতুর্থ অধ্যায়।

১। অতএব বিশ্বাসদ্বারা দোষমুক্ত হইয়া আমরা ঈশ্বরের সহবাসে শান্তিলাভ করি।

২। বিশ্বাস দ্বারা আমরা ঈশ্বরের

কৃপা লাভ করি। এই কৃপা অবলম্বন করিয়া আমরা দণ্ডায়মান হই, এবং ঈশ্বরের গৌরবের আশায় আনন্দ করি।

৩। কেবল তাহাই নহে, আমরা যন্ত্রণাতেও উল্লাস করি ; আমরা জানি, যন্ত্রণা হইতে ধৈর্য্য আইসে।

৪। ধৈর্য্য হইতে লোকের অভিজ্ঞতা, ও অভিজ্ঞতা হইতে আশা উৎপন্ন হইবে।

৫। আশাতে আমরা লজ্জিত হই না, কারণ যে পবিত্র আত্মা আমাদিগকে প্রদত্ত হইয়াছে, তাহারই দ্বারা ঈশ্বরের প্রেম আমাদিগের হৃদয়ে বিস্তৃত হইতেছে।

৬। আরও আমাদের অপরাধ অধিক হয় তাহাতে কি? যেখানে পাপের প্রাচুর্য্য, সেখানে ব্রহ্মকৃপার আরও অধিক প্রাচুর্য্য।

৭। যেমন পাপের প্রভাবে মৃত্যু, তেমনি ব্রহ্মকৃপার প্রভাবে ধর্ম্ম হইতে অনন্ত জীবন।

পঞ্চম অধ্যায়।

১। আমরা তবে কি বলিব? ব্রহ্মকৃপা প্রচুর পরিমাণে আসিবে বলিয়া আমরা কি পাপে রত থাকিব?

২। ঈশ্বর কৃপা করিয়া আমাদিগকে রক্ষা করুন, আমরা পাপের পক্ষে মৃতপ্রায়, কেমন করিয়া জীবিত থাকিব?

৩। তোমরা কি জান না যে, আমাদের মধ্যে যতগুলি যিশুর নিকট দীক্ষা পাইয়াছে, তাহারা সকলেই তাঁহার মৃত্যুতেও দীক্ষিত হইয়াছে।

৪। আমরা এই জানিয়াছি যে, আমাদের পুরাতন পশুভাব যিশুর সহিত ক্রুশে হত হইয়াছে, তাহাতে পাপেরও শরীর ধ্বংস হইয়াছে, অতএব এখন হইতে আমরা আর পাপের সেবা করিব না।

৫। যে ব্যক্তি মৃত, সে পাপ হইতে মুক্ত।

৬। আমরা যদি যিশুর সহিত মৃত হইয়া থাকি, তাহা হইলে তাঁহার সহিত জীবিত থাকিব ইহা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

৭। আমরা জানি যে যিশু মৃত্যু হইতে পুনরুত্থিত হইয়া আর মরেন নাই, তাঁহার উপর আর মৃত্যুর অধিকার নাই।

৮। তিনি যে মরিলেন সে একবার পাপেতে মরিলেন, কিন্তু তিনি যে জীবিত, সে ঈশ্বরে চিরকাল জীবিত।

৯। তেমনি তোমরাও আপনাদিগকে পাপের জন্য মৃত মনে কর, কিন্তু ঈশ্বরে জীবিত বিবেচনা কর।

১০। অতএব তোমাদের মর্ত্ত্য দেহের উপরে পাপ আধিপত্য করিতে না পারে, এজন্য তোমরা যেন পাপের প্রবঞ্চনার অধীন না হও।

১১। আরও তোমরা তোমাদের শরীরের অঙ্গ সকলকে অপবিত্রতার যন্ত্র স্বরূপ করিয়া পাপের হস্তে দিও না, কিন্তু মৃত্যু হইতে জীবনপ্রাপ্ত লোকের ন্যায় আপনাদিগকে ঈশ্বরের হস্তে সমর্পণ কর, এবং তোমাদের অঙ্গ সকলকে পুণ্যের যন্ত্র স্বরূপ করিয়া ঈশ্বরের হস্তে সমর্পন কর।

১২। পাপ তোমাদের উপর আধিপত্য

করিতে পারিবে না, কারণ তোমরা দৈবের অধীন নও, ঈশ্বরের কৃপার অধীন।

১৩। কিন্তু আমরা দৈবের অধীন নই, ঈশ্বরের কৃপার অধীন, তাই বলিয়া কি আমরা পাপ করিব? ঈশ্বর এরূপ না করুন।

১৪। তোমরা কি জান না যে, তোমরা যাহার অনুগত হইয়া কার্য্য করিবে, তাহারই ভৃত্য; হয় পাপের ভৃত্য হইয়া মৃত্যুলাভ কর, নয় ঈশ্বরের অধীন হইয়া পুণ্যজীবন লাভ কর।

১৫। কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, তোমরা পাপের দাস ছিলে, কিন্তু তোমাদিগকে যে উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, তোমরা অন্তরের সহিত তাহা পালন করিয়াছ।

১৬। তোমরা পাপ হইতে মুক্ত হইয়া পুণ্যের পরিচায়ক হইয়াছ।

১৭। তোমাদের শরীর দুর্ব্বল বলিয়া আমি মানুষের ন্যায় বলিতেছি যে, তোমরা যেমন আপনাদিগকে অপবিত্রতার সেবক করিয়াছিলে, এবং পাপ হইতে অধিকতর পাপে নিমগ্ন হইতেছিলে, সেইরূপ এখন তোমাদের অঙ্গ সকলকে পুণ্যের সেবক কর, এবং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর পবিত্রতা উপার্জ্জন কর।

১৮। যখন তোমরা পাপের অনুচর ছিলে, তখন তোমরা ধর্ম্মবিহীন ছিলে।

১৯। তোমরা যে সকল কার্য্যের জন্য এখন লজ্জিত হইতেছ, তাহার কি ফললাভ করিতেছিলে? সে সকলের পরিণাম মৃত্যু।

২০। কিন্তু এখন পাপ হইতে মুক্ত হইয়া ঈশ্বরের দাস হইয়াছ, ইহার ফল পবিত্রতা, এবং অনন্ত জীবন।

২১। তোমাদের পাপের ফল মৃত্যু, কিন্তু ঈশ্বরের দান অনন্ত জীবন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

১। আমরা যখন জড় দেহে জীবিত ছিলাম, তখন কত প্রকার পাপের বীজ আমাদিগের মধ্যে অঙ্কুরিত হইয়া তাহার ফল মৃত্যু আনয়ন করাইত।

২। কিন্তু এক্ষণে আমরা বিধি হইতে মুক্ত, কারণ আমরা যাহাতে বদ্ধ ছিলাম, তাহা বিনষ্ট হইয়াছে। আমরা আর পুরাতন বিধির বাহ্য নিয়মে কার্য্য করিব না। কিন্তু আত্মার নবীন ভাব দ্বারা ঈশ্বরের সেবা করিব।

৩। আমরা তবে কি বলিব? বিধি কি পাপজনক? না, কখন নহে। বিধির সাহায্য ব্যতীত আমি পাপ জানিতে পারিতাম না। দেখিও, তুমি লোভ করিও না, এই বিধি না পাইলে আমি লোভ জানিতে পারিতাম না।

৪। কিন্তু বিধির সূত্রে পাপ উৎপন্ন হইয়া আমার মধ্যে সর্ব্বপ্রকার বিকার জন্মাইয়াছে। জানিও যে বিধি ব্যতীত পাপ মৃত হইয়াছিল।

৫। এক সময় বিধি ব্যতিরেকেও আমি জীবিত ছিলাম, কিন্তু যখন বিধি আসিল, পাপ পুনর্জ্জীবিত হইল, এবং আমি মরিলাম।

৬। যে বিধি জীবনের জন্য নির্দ্দিষ্ট

হইয়াছিল, আমি দেখিলাম, তাহা আমার মৃত্যুর কারণ হইল।

৭। পাপ বিধির সূত্রে উৎপন্ন হইয়া আমাকে প্রবঞ্চনা করিল ও অবশেষে আমাকে হত করিল।

৮। অতএব নীতি পবিত্র, এবং বিধি পবিত্র, ন্যায়সঙ্গত ও সাধু।

৯। তবে কি যাহা সাধু, তাহা আমার মৃত্যুর জন্ত নির্দ্দিষ্ট হইল? পাপ বলিয়া প্রতীয়মান হইবার জন্ত যাহা সাধু তাহা দ্বারা মৃত্যুকে আনয়ন করিল। ইহাতে বিধিনির্দ্দিষ্ট পাপগুলি অত্যন্ত ক্লেশজনক হইল।

১০। আমরা জানি যে, বিধি আধ্যাত্মিক, কিন্তু আমি পাশবপ্রকৃতি, তাই পাপে বিক্রীত।

১১। আমি যাহা মনোনীত করি না, তাহাই আমি করি, এবং যাহা আমি করিতে ইচ্ছা করি, তাহা আমি করি না। কিন্তু যাহা আমি ঘৃণা করি, তাহাই আমি করি।

১২। অতএব আমি যাহা ইচ্ছা করি না, তাহা যদি আমি করি, তাহা হইলে বিধি যে সৎ তাহা আমি অনুমোদন করিতেছি।

১৩। তবে আমি এ কার্য্য করিতেছি না, আমার অন্তরে যে পাপ আছে, তাহাই ইহা করিতেছে।

১৪। আমি জানি আমাতে অর্থাৎ আমার রক্তমাংসে কিছুই ভাল নাই; কারণ, ভাল করিবার ইচ্ছা আমার আছে, কিন্তু কিরূপে তাহা সম্পন্ন করিতে হয়, তাহা আমি জানি না।

১৫। যে ভালটি আমি ইচ্ছা করি, তাহা আমি করি না; কিন্তু যে মন্দটী ইচ্ছা করি না, তাহাই করি।

১৬। অতএব আমি যাহা ইচ্ছা করি না, তাহাই যদি করি, তবে আমি ইহার কর্ত্তা নই, আমার অন্তরস্থ পাপই ইহার কর্ত্তা।

১৭। ইহার মধ্যে আমি একটী নিয়ম দেখিতে পাই যে আমি যখন ভাল করিতে ইচ্ছা করি, তখন মন্দ আমার সহিত বর্ত্তমান থাকে।

১৮। ভিতরের মানুষের ইচ্ছানুসারে আমি ঈশ্বরের নিয়মে আনন্দ অনুভব করি।

১৯। আমি দেখিতে পাই, আমার অঙ্গ সকলের মধ্যে আর একটী নিয়ম আমার মনের নিয়মের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছে. এবং আমার অঙ্গ সকলের মধ্যে যে পাপের নিয়ম রহিয়াছে, আমাকে তাহাতেই আবদ্ধ করিতেছে।

২০। হায়! আমি কি হতভাগা, কে এই মৃত্যুময় শরীর হইতে আমাকে উদ্ধার করিবে?

অষ্টম অধ্যায়।

১। যাহারা ইন্দ্রিয়ের অধীন, তাহারা ইন্দ্রিয় সকলের বিষয়ই ভাবে। কিন্তু যাহারা আত্মার অনুগত, তাহারা আত্মার বিষয় সকল ভাবে।

২। ইন্দ্রিয়াসক্ত মতিই আমাদের মৃত্যু,

আধ্যাত্মিক মতিই জীবন এবং শান্তির কারণ।

৩। ইন্দ্রিয়াসক্ত মতিই ঈশ্বরের বিপক্ষ, ইহা ঈশ্বরের নিয়মাধীন নহে, বস্তুতঃ হইতেও পারে না।

৪। যাহারা ইন্দ্রিয়াসক্ত, তাহারা কখনও ঈশ্বরের প্রসন্নতা লাভ করিতে পারে না।

৫। কিন্তু ঈশ্বরের আত্মা যদি তোমাদের মধ্যে বাস করে,তোমরা শরীরে নও, কিন্তু আত্মাতেই বাস কর। এখন খৃষ্টের আধ্যাত্মিক ভাব যাহার মধ্যে নাই, সে তাঁহার কেহ নয়।

৬। যদি খৃষ্টাত্মা তোমাদের মধ্যে থাকে, তাহা হইলে পাপের জন্য শরীর মৃত, কিন্তু ধর্ম্মের জন্য আত্মাই জীবন।

৭। অতএব হে ভ্রাতৃগণ, আমরা ইন্দ্রিয়ের নিকট ঋণী নই, এবং ইন্দ্রিয়-প্রবৃত্তি অনুসারে জীবন ধারণ করিতে বাধ্য নই।

৮। যদি তোমরা ইন্দ্রিয়প্রবৃত্তি অনুসারে চল, তোমরা মরিবে; কিন্তু যদি আত্মার প্রভাবে ইন্দ্রিয়ের কার্য্য সকল খর্ব্ব কর, তাহা হইলে তোমরা বাঁচিবে।

৯। যতগুলি লোক ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা পরিচালিত, তাহারাই ঈশ্বরের পুত্র।

১০। তোমরা বন্ধনের দশা পাও নাই যে, ভয় করিবে। কিন্তু তোমরা ঈশ্বরের অনুগ্রহের ভাব পাইয়াছ, সেইজন্য আমরা বলি ঈশ্বর আমাদের পিতা।

১১। আমরা যে ঈশ্বরের সন্তান, পরমাত্মা ও আমাদের আত্মা তাহার সাক্ষী।

১২। আমরা যদি মহান্ ঈশ্বরের সন্তান হই, তাহা হইলে আমরা তাঁহার উত্তরাধিকারী এবং যিশুখৃষ্টের সম অধিকারী। আমরা যদি তাঁহার সহিত ক্লেশ ভোগ করি, তবে তাঁহার সহিত গৌরবান্বিতও হইব।

১৩। আমার মতে যে গৌরবের জ্যোতি আমাদিগের নিকট প্রকাশিত হইবে, তাহার তুলনায় বর্ত্তমান সময়ের ক্লেশ কিছুই নয়।

১৪। জীবের ঐকান্তিক আশা যে, সে ঈশ্বরের পুত্ররূপে প্রকাশিত হয়।

লেডি মেরী।

(ইংরাজী হইতে অনুবাদিত)।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পাদরী রেভারেণ্ড জেরাল্ড আস্টুগার এই পাঁচ বৎসর ধরিয়া ইল্‌ষ্টেল্‌গ্রামবাসী দরিদ্র শ্রমজীবীদিগের মধ্যে ঈশ্বরের দয়া ও করুণার কথা প্রচার করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু কই আজও পর্য্যন্ত ত কোন

শুভ ফলের লক্ষণ দেখিতে পাইলেন না। আজও ত ইল্‌ষ্টেলগ্রামবাসিগণ মানুষের প্রকৃতি অনুযায়ী শোকের সময়, কষ্টের সময়, দুঃখের সময় ভগবানের সৃষ্টির বিধানের প্রতি অনেক দোষারোপ ও তাঁহার দয়া এবং করুণার প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করিতে ছাড়িল না। মানুষের জীবন যে ঈশ্বরের করুণার প্রবাহমাত্র, এবং জাগতের সমস্ত দুঃখ, কষ্ট ও শোক যে তাঁহারি প্রদত্ত দান, তাহা তিনি তাহাদিগকে চোকে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন। তথাপি তাহারা বুঝে না। তথাপি তাহারা শোকের সময় ক্রন্দন করে; দুঃখের সময় ঈশ্বরের প্রতি অভিশাপ বর্ষণ করিতে থাকে। হায়! তিনি তাহাদের মধ্যে ভগবানের দয়া ও করুণা প্রচার কার্যে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন। যাহাতে মস্তিষ্ক ক্লান্ত হয় এরূপ বহু চিন্তায় অনিদ্রায় রাত্রি যাপন করিয়াছেন। ইহার অধিক আর তিনি কি করিবেন? বাস্তবিক তাঁহার ন্যায় ধর্ম্মপ্রাণ ও ঈশ্বরের করুণার প্রতি বিশ্বাসশীল ব্যক্তির পক্ষে এরূপ চিন্তাও নিরুৎসাহজনক।

ডান্ মর্‌গানের চিরজীবন বড়ই কষ্টে কাটিয়াছে। আজ আবার তাহার নয়নের আলোক তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। তাহার মৃতদেহ পার্শ্বস্থ গৃহে কফিনাবদ্ধ হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। আজ এই চিরদুঃখী শোকাহত ডান্ মর্‌গানকে কি বলিয়া তিনি সান্ত্বনা দান করিবেন। সে যখন সংসারে তাহাকে কঠোরতর দণ্ড প্রদান করিবার জন্য ঈশ্বরের প্রতি দোষারোপ করিতেছিল, তখন তিনি তাহার কি বলিয়া প্রতিবাদ করিবেন, তাহা ভাবিয়া পাইলেন না। যখন ডান্ মর্‌গান বলিল,—

পাদরী মহাশয় আপনি ঈশ্বরের দয়া ও করুণার বিষয় যাহা বলিতেছেন, তাহা আপনার ন্যায় যুবা লোকের পক্ষেই বলা সাজে। কেননা আপনি জগতের কিছুই জানেন না। আপনাকে আমি ব্যথিত করিতে চাহি না। অবশ্য আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা আমার মঙ্গলের জন্যই বলিতেছেন। নান্ যখন জীবিত ছিল, তখন আমি ঈশ্বরের করুণার প্রতি বিশ্বাসশীল, সুখী ও সন্তুষ্ট ছিলাম। কিন্তু এক্ষণে নান্ চলিয়া গিয়াছে, আর আমি ঈশ্বরের দয়া ও করুণার উপর আস্থা স্থাপন করিতে পারি না।

পাদরী ডান মরগানের এই উক্তির কি বলিয়া প্রতিবাদ করিবেন তাহা ভাবিয়া পাইলেন না। তথাপি যাহা হউক তাড়াতাড়ি একটা উত্তর দিবার জন্য বলিলেন—

ডান, ঈশ্বরের বিধান মন্দ বলিয়া বিচার করা ও ধরিয়া লওয়া কাহারও উচিত নহে। দেখ, প্রত্যেক মেঘখণ্ডের পার্শ্বদেশ সূর্য্যালোকে অনুরঞ্জিত দৃষ্ট হইয়া থাকে।

পাদরী আন্‌সট্রুথার এই কথাগুলি বলিলেন বটে, কিন্তু শোকাহত মরগানকে সান্ত্বনা দিবার পক্ষে ইহা অত্যন্ত অনুপযুক্ত

বলিয়া প্রতীয়মান হইল। তিনি বুঝিলেন যে, এতদিন ঈশ্বরের দয়া ও করুণা প্রচার কার্য্যের সংস্পর্শে আসিয়া এক্ষণে তিনি হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। তৎপরে তাঁহার মন কিঞ্চিৎ শান্ত হইলে তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন —

"যখন আমি প্রথম এ স্থানে আগমন করি, তখন আমি নিজ ক্ষমতার উপর অধিকতররূপে আস্থা স্থাপন করিয়াছিলাম। আমি ইলষ্টেলগ্রামবাসিগণের প্রকৃতি বুঝিতে পারি নাই। আমাকে পুনরায় নূতন করিয়া কার্য্য আরম্ভ করিতে হইবে। নতুবা আর সিদ্ধকাম হইবার আশা নাই।"

তিনি এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে দ্রুতবেগে গ্রামাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তাঁহার দীর্ঘ সুগঠিত দেহ, দৃঢ়তাব্যঞ্জক ওষ্ঠাধর, সদ্ভাবপূর্ণ দীর্ঘ নয়নযুগল ও তাঁহার দৃঢ় পদবিক্ষেপ তাঁহাকে একজন দৃঢ়চেতা ও অধ্যবসায়ী লোক বলিয়া সূচিত করিতেছিল। তিনি গ্রামের সন্নিকটস্থ হইলে, একটা ক্ষেত্রের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইলেন। এ স্থান হইতে গ্রামের চতুর্দ্দিকের দৃশ্য কেমন সুন্দর দেখাইতেছিল! ঘনসন্নিবেশিত বৃক্ষশ্রেণীর মধ্য দিয়া শ্বেতবর্ণ গির্জ্জাটি কি সুদৃশ্য দেখাইতেছিল! পাঁচ বৎসর হইল তিনি এই গ্রামে আসিয়া তাঁহার অভীপ্সিত ভগবানের কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। গ্রামের বৃদ্ধ জমিদার ক্র্যানবয়েন রহস্য করিয়া তাঁহাকে "ধর্ম্মোন্মত্ত পাদরী" এই আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি একবার তাঁহাকে এই কথাগুলি বলিয়াছিলেন—

"দেখুন, মিঃ আন্‌সট্রুথার, এই সমস্ত মস্তিষ্কহীন শৃগালদের মধ্যে বৃথা কাজে আপনার যৌবনের উৎসাহ শীঘ্রই নিঃশেষিত হইয়া যাইবে। যদি গ্রামবাসিগণের সাহায্যকল্পে আপনার অর্থ কিম্বা বস্ত্রাদি আবশ্যক হয়, তাহা হইলে আমাকে তৎক্ষণাৎ অনুগ্রহ করিয়া তাহা জানাইবেন। আমি তাহা প্রদান করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত জানিবেন। কিন্তু এই সমস্ত নির্ব্বোধ জানোয়ারদের মধ্যে আধ্যাত্মিক উন্নতির সম্বন্ধে কোন প্রসঙ্গ আমার নিকট উত্থাপন করিবেন না। আমার বিশ্বাস যে, এই সমস্ত শৃগালদের মধ্যে ধর্ম্মভাব বলিয়া কোন বস্তু নাই।" এক্ষণে এই বৃদ্ধ জমিদারের মৃত্যু হইয়াছিল এবং তাঁহার মৃত্যুর পর এক্ষণে তাঁহার একমাত্র ভ্রাতুষ্পুত্রী লেডি মেরি তাঁহার বিপুল জমিদারির উত্তরাধিকারিণী হইয়াছিলেন। গ্রামবাসিগণের সাহায্যকল্পে পাদরী আন্‌সট্রুথার অর্থ প্রার্থনা করিলে ক্র্যানবয়েন-পরিবার অকাতরে তাহা দান করিতেন, কিন্তু তাহাদের ধর্ম্মবিষয়ক উন্নতির কোন কার্য্যে তাঁহারা কখন কোন সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন না।

এক্ষণে পাদরী আন্সট্রুথার গ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পূর্ব্বে বহু আলোচনার পর এই সিদ্ধান্ত করিলেন যে, একজন সাহায্যকারী ব্যতীত তাঁহার অভীপ্সিত কার্য্যে সিদ্ধি লাভ করা এক প্রকার অসম্ভব। কিন্তু

কে এই মহৎ কার্য্যে তাঁহার সহায় হইবে? ক্র্যানবয়েন পরিবারের নিকট গ্রামবাসিগণের ধর্ম্মবিষয়ক উন্নতি সম্বন্ধে সাহায্য প্রার্থনা করা বৃথা। এই জমিদার-পরিবার এতকাল পর্য্যন্ত এ সম্বন্ধে কখন হস্তক্ষেপ করেন নাই। গ্রামের যিনি ডাক্তার তিনি ঠিক তাঁহার মনের মত লোক। কিন্তু তিনি গ্রামবাসিগণের শারীরিক ব্যাধি মোচন করিতে যেরূপ তৎপর, মনের ব্যাধি ও পাপ তাপ ইত্যাদি মোচন বিষয়ে তাঁহাকে সেরূপ তৎপর দেখা যায় না। তিনি বড়ই চিন্তাকুল হইয়া পড়িলেন। তাঁহার অভীপ্সিত কার্য্যে তাঁহাকে সাহায্য করিবার ও তাঁহাকে নূতন পথ দেখাইয়া দিবার কি জগতে কেহ নাই? এক জন সহায় প্রাপ্ত হইবার আকাঙ্ক্ষায় যখন তাঁহার হৃদয় এইরূপ ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিল, ঠিক সেই সময়ে সহসা ঘোটকের পদ-শব্দে তাঁহার চমক ভাঙ্গিল। তিনি চাহিয়া দেখিলেন যে, গ্রামের নূতন ভূম্যধি-কারিণী লেডি মেরি ক্র্যানবয়েন তাঁহার পিতৃস্বসা মিসেস আকরাইটের সহিত যে স্থানে তিনি দণ্ডায়মান ছিলেন, সেই দিকে শকটারোহণে আসিতেছেন। লেডি মেরির শকট তাঁহার সম্মুখীন হইবামাত্র তাঁহাকে দর্শন করিয়া লেডি মেরির আনন বন্ধুভাবব্যঞ্জক মধুর হাস্যে অনু-রঞ্জিত হইয়া উঠিল। নূতন ভূম্যধিকারিণী তাঁহাকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিলেন। তৎপরে তাঁহার শকট চলিয়া গেল। লেডি মেরির দর্শনে হঠাৎ তাঁহার মনে এই ভাবের উদয় হইল যে, লেডি মেরি কি তাঁহার মহৎ কার্য্যে তাঁহাকে সাহায্য করিতে পারেন না? তিনি জানিতেন যে, গ্রামবাসিগণের উপর ক্র্যানবয়েন পরিবারের অসীম প্রভাব। তাঁহাদের মুখের কথা তাহারা রাজবিধির ন্যায় মানিয়া লয়। গ্রামবাসিগণের বিশ্বাস যে, ক্র্যানবয়েন পরিবারের লোকেরা যে চিন্তা করে, যে কার্য্য করে, তাহা কখন মন্দ হইতে পারে না। অধিকন্তু হয়ত গ্রাম-বাসিগণের সম্বন্ধে এই নূতন ভূম্যধিকারিণী লেডি মেরির মত পূর্ব্বতন জমিদার অপেক্ষা অধিকতর অনুকূল হইতে পারে। যদি তিনি লেডি মেরিকে তাঁহার কার্য্যে সাহায্য করিতে ও গ্রামবাসিগণের সম্পর্কে সর্ব্বদা আসিতে সম্মত করিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই একজন ক্ষমতা-শালী সাহায্যকারী প্রাপ্ত হইবেন। এই সমস্ত আলোচনা করিয়া তিনি সেইক্ষণেই লেডি মেরির সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য সঙ্কল্প করিলেন। তাঁহার প্রকৃতি এরূপ ছিল যে, তিনি যাহা সঙ্কল্প করিতেন, তাহা সেই মুহূর্ত্তেই কার্য্যে পরিণত করিতে তৎপর হইতেন। লেডি মেরির সহিত সাক্ষাৎ করিবার সঙ্কল্প করিবামাত্র তিনি অবিলম্বে ক্র্যানবয়েন-প্রাসাদের অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। কিছু দূর গমন করিলে পথে তাঁহার প্রতিবেশিনী বৃদ্ধা নান্সির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। বৃদ্ধা নান্সি তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া বলিল—

"মহাশয়, আজ কি সুন্দর দিন।" নান্‌সিকে ঠিক সন্তোষের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্ত্তির ন্যায় দেখাইতেছিল। ধর্ম্ম বিষয়ে সংশয়ভাব, ভবিষ্যতের চিন্তা ও সাংসারিক দুঃখ কষ্টের পীড়ন নান্‌সির অন্তঃকরণকে কখন ক্লিষ্ট করিতে পারে নাই। তাহার হৃদয় সর্ব্বদাই শান্তি ও সন্তোষে পূর্ণ। নান্‌সি পুনরায় বলিল—

"মহাশয়, এমন মনোহর দিন যে ঈশ্বর আমাদিগকে ভোগ করিবার জন্য দান করিয়াছেন, সেজন্য আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।"

তিনি উত্তর করিলেন—"হাঁ, নান্‌সি, এই পৃথিবী অতি সুন্দর স্থান। কিন্তু আমরা তাহা বুঝিতে পারি না। এই সুন্দর পৃথিবীর মধ্যে আমাদের ন্যায় পাপী মানবেরাই সর্ব্বাপেক্ষা কুৎসিত সৃষ্ট বস্তু।"

নান্‌সি উত্তর করিল—

"আপনার কথা সত্য হইতে পারে। কিন্তু জগতে এরূপ অনেক লোক আছেন, যাঁহারা এই সুন্দর পৃথিবীর ন্যায়ই সুন্দর। এই আমাদের মাননীয়া নূতন ভূম্যধিকারিণীকে দেখুন না কেন। তিনি এইমাত্র এই স্থান দিয়া শকটারোহণে গমন করিয়াছেন। তিনি যে একজন বিখ্যাত সুন্দরী রমণী তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সকলে বলিতেছে যে, লণ্ডনের তিন জন সুপুরুষ ধনী উচ্চপদস্থ ব্যক্তি তাঁহাকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁহাদিগের সকলকে বিবাহ করিতে অস্বীকার করিয়াছেন।" নান্‌সির এইরূপ উক্তিতে তিনি হাসিয়া উত্তর করিলেন—

"হয় ত তোমাদের ভূম্যধিকারীর উত্তরাধিকারিণী এতদপেক্ষা উচ্চতর পদস্থ অন্য কাহাকে বিবাহ করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। তিনি যেরূপ সুন্দরী, তাহাতে বোধ হয় দীর্ঘকাল এ স্থানে অবিবাহিত অবস্থায় তাঁহাকে থাকিতে হইবে না। তবে এখন বিদায়, নান্‌সি।"

নান্‌সি প্রত্যুত্তর করিল—

"বিদায়, মহাশয়।" তৎপরে তিনি ক্র্যানবয়েন-প্রাসাদের অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

লজ্জাবতী বসু।

বিবাহ।

সত্য কি উদিবে উষা সে নব প্রদেশে গিয়ে,
এ গৃহে আনন্দরশ্মি সবটুকু সাথে নিয়ে।
উষা সম হাস্যময়ী সুখে দুঃখে তোরে হেরি,
গগনের উষা সনে তোরি যে তুলনা করি।
গগনেতে উষা উদি ত্রিভুবনে প্রাণ দেয়,
উষা সম্মিলনে ধরা নবীন উৎফুল্লময়।
তেমনি এ পুণ্য গেহে তুমি উদেছিলে রাণী,
ঘন বিষাদের মাঝে ছিলে আনন্দের খনি।
তব আর্ত্তি-দুঃখি-সেবা, পবিত্র মূরতি হেরি,
শ্রান্ত ক্লান্ত পথভ্রান্ত দুঃখ গেছে অপসরি।

সরলতা দেবগুণে বিভূদত্ত মহাদান।
সে মধুর স্নিগ্ধ বারি জুড়াইছে তপ্ত প্রাণ,
প্রিয়জন শোক তাপ কত হৃদি পরে গেছে।
বিভু প্রেমানন্দে থাকি সে বিচ্ছেদ পাসরিছে।
যে তোরে হেরেছে উষা সে তোরে
বেসেছে ভালো,
সদ্‌গুণে সবার হৃদি তুই করা'স্ আলো।
শোকাহতা দিদিমার তুমি যে সম্বল রাণী,
বজ্রদগ্ধ হৃদে তাঁর দিয়াছ শান্তির বাণী।
কেন উষা শুভদিনে সব কথা মনে হয়,
স্মৃতির তীখন বাণে জর্জ্জরিত এ হৃদয়।
তারা কি এসেছে উষা শুভ সম্মিলন মাঝে,
তাই কি তাদের স্মৃতি প্রাণে আজ বড়
বাজে।
কমল কোরক সম সাধু অবিনাশ ভ্রাতা,
দিবা অবসান হল বলে গেল শেষ কথা।
সেই যে চলিয়া যান ব্রহ্মভক্ত ঋষি,
যাঁর ত্যাগ, ধর্ম্মজ্ঞান ভারতে রয়েছে মিশি।
যে সাধু ভক্তেরে লয়ে বঙ্গমা'র মুখোজ্জ্বল,
যার ব্রহ্মজ্ঞান সুধা ভারতের মহাবল।
আত্মার কভু নাহি বিনাশ যোগলব্ধ জ্ঞানে
যিনি বলেছেন, উষা ধ্রুব তিনি আজ
এখানে।
আশীষ করেন তোমা অলক্ষ্যে অদৃশ্যকায়,
সত্যবান, স্নেহময় সে যোগীন্দ্র যবে যায়,
জ্ঞান দৃষ্টি খুলে দেখ পুণ্যাত্মা সে
জ্যোতির্ম্ময়।
ব'লেছিল উষারাণী ভুলনাকো দয়াময়।
মৃত্যু আর কিছু নয় দুই দিন আগে পরে,
তার তরে কেন, মাগো, শোক অশ্রুবারি
ঝরে।
কয়দিন পরে মোরা মিলিব সকলে সেথা,
সেথা যে পিয়াসা নাই রোগ, শোক, জরা,
ব্যথা।
সে দিন যে চলে গেল সোণার প্রতিমাখানি,
রোগে শোকে চিরদুঃখে মুখে ছিল বিভু
বাণী।
কত যে কেঁদেছি উষা নিভৃতে একান্তে বসি,
তোরে মাতৃহীনা হেরি স্মরি গো বিষাদ-
রাশি।
কি আর বলিব রাণী এ গৃহের পুণ্য গাথা,
বঙ্গ জননীর বুকে আছে গো সে স্মৃতি গাঁথা।
কেন তবে দুঃখ আর স্বর্গ মর্ত্ত সম্মিলনে,
এ আশীষ বিভুপদে চিরসুখী হও প্রেমে।
সংসার-কর্ত্তব্যপথে, নব যাত্রী মা আমার,
সে ব্রতসাধনে তুমি বিভুপ্রেম করো সার।

শ্রীমতী লীলাবতী।

হিন্দুগৃহে বধূ-যন্ত্রণা।

আজ বহুকাল পরে অনেক ভাবিয়া হিন্দু-গৃহে বধূর যন্ত্রণার কথা উল্লেখ করিতেছি। সেই জন্য আজ লেখনী ধরিয়া, আমার বঙ্গীয়া ভগিনীদিগকে সেকালের মত একালেও যে বধূর যন্ত্রণা আছে, সেই কাহিনী শুনাইতে বসিয়াছি।

আমার এই প্রবন্ধ লিখিবার উদ্দেশ্য এই যে, অধুনা শিক্ষিতা বা অর্দ্ধ-শিক্ষিতা মহিলারা যখন নিজেরা বধূ যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া শ্বশ্রুরূপে অবতীর্ণা হইবেন, তখন যেন তাঁহারা 'স্নেহের পুতলী' বধূদিগের প্রতি নিগ্রহ না করিয়া অনুগ্রহই প্রকাশ করেন।

হিন্দুসমাজের প্রায় ঘরে ঘরে বধূদিগের প্রতি বড়ই অমানুষিক অত্যাচার করা হয়। আমার অনুমানে শতকরা ৫ জন বধূ শ্বশ্রুর স্নেহের অধিকারিণী হইতে পারেন। অবশিষ্ট ৯৫ জন শ্বশ্রুর কাছে অশেষ প্রকারে বাক্যের ও অন্যবিধ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া দিনাতিপাত করিয়া থাকেন।

এখন দেখিতে হইবে ইহার কারণ কি? আমি অনুমান করি, ইহার প্রধান কারণ দুইটী মাত্র—প্রথম হিন্দুসমাজে পুত্র উপযুক্ত, স্বাধীন এবং উপার্জ্জনক্ষম হইবার পূর্ব্বেই তাহাকে পরিণয়শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া দেওয়া। দ্বিতীয়, হিন্দুসমাজে উপযুক্তরূপ স্ত্রীশিক্ষার অভাবে পুত্রবধূ বা শ্বশ্রু অশিক্ষিত হওয়া।

অশিক্ষিতা রমণীরা সময়ে সময়ে এক প্রকার কাণ্ডজ্ঞানরহিতা হয়েন। তাঁহারা রমণী হইয়া সময়বিশেষে রমণীর প্রধান ভূষণ যে দয়া, স্নেহ, মমতা এবং কোমলতা তাহা হইতে বর্জ্জিত হন।

দয়াময় পরমেশ্বর শিক্ষিতা অশিক্ষিতা সকলকেই, এমন কি জীব জন্তুদেরও হৃদয়ে 'অপত্যস্নেহ' সমভাবে দিয়াছেন। কিন্তু যাহাদের জ্ঞান ও হৃদয়ের বৃত্তিগুলি পরিস্ফুটিত এবং বুদ্ধি দ্বারা মার্জ্জিত হয় নাই, তাহারা সেই স্নেহকে স্বার্থজড়িত করিয়া নিজ শিক্ষাহীনতার পরিচয় নিজেরাই দিয়া থাকেন।

পুত্র জন্মিলে পুত্রমুখ দেখা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, কিন্তু সেই পুত্র কত রোগ, বাধা, বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া পূর্ণবয়স্ক হওয়ার পর পুত্রবধূর মুখদর্শন ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে। জানি না, সেই স্নেহের ও আদরের ধনকে কিরূপে বাক্যবাণে বিদ্ধ এবং অযত্ন করা যায়। সেকালের বৃদ্ধা শ্বশ্রুদিগকে দেখিয়াছি ও তাহাদিগের কথা শুনিয়াছি, পুত্র যদি বধূর সহিত সদ্ব্যবহার করে, তাহা হইলেই মহা অনর্থের ব্যাপার ঘটে। তাঁহাদের দৃঢ় ধারণা যে, পুত্র বধূকে ভালবাসিলেই মাতৃভক্তির হ্রাস হইয়া যাইবে। হায়! তাঁহারা জানেন না 'দাম্পত্য প্রণয়' এবং 'মাতৃভক্তি' যে সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

পুত্র যদি মূর্খ হয়, (আমি এ স্থলে মূর্খ অর্থে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীরহিত মূর্খের কথা বলিতেছি না; কিন্তু এম্ এ, বি এ, উপাধিধারী হইয়াও যাঁহারা মূর্খের ন্যায় কাণ্ডজ্ঞানরহিত নির্ব্বোধ, তাঁহাদের কথাই বলিতেছি) তাহা হইলে ত কথাই নাই, বালিকা বধূর যন্ত্রণার মাত্রা ষোল আনা বর্দ্ধিত হয়। স্নেহ ও করুণার পরিবর্ত্তে অসহ্য বাক্যবাণ ও নিগ্রহই সর্ব্বক্ষণ তাহার সহচর হয়। মাতৃপ্রীত্যর্থে বালিকাকে কর্কশ বাক্যে এবং অপ্রিয় ব্যবহারে জর্জ্জরিত করিয়া

সেই গুণধর পুত্র অনেক সময় মাতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখায়। জননীও গর্ব্বের সহিত সকলের নিকট পুত্রের মাতৃভক্তির পরিচয় দিয়া ধন্য হন। এতদ্দ্বারা ভবিষ্যতের গর্ভে তাহার যে কি বিষময় ফল নিহিত হইল, তাহা তিনি একবারও ভাবিয়া দেখেন না।

আর সে বালিকা বধূর দশা! তাহার একমাত্র সম্বল অহর্নিশি অশ্রুজল। অল্প বয়সে পিতামাতা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, স্নেহ সহানুভূতির পরিবর্ত্তে সে স্বামী ও শ্বশ্রূ উভয়ের নিকট হইতে যন্ত্রণা ও বাক্যবাণ প্রাপ্ত হয়। অনেক স্থলে জ্ঞানহীনা বালিকা যন্ত্রণা ও নিগ্রহ সহ্য করিতে না পারিয়া হয় তো আত্মহত্যা করিয়া সকল জ্বালার অবসান করে। আর শ্বশ্রূদেবী পুত্রের আর একটী বিবাহ দিয়া, এবং সেই সঙ্গে ৪।৫ পাঁচ সহস্র রৌপ্য মুদ্রা যৌতুক লাভ করিয়া আরও সুখী হন। কিন্তু তাহাতে কি তাঁহার স্বভাবের পরিবর্ত্তন হয়? নব বধূর উপর নিগ্রহ কি কম হয়? না, বরং মাত্রার আরও বৃদ্ধি হয়, এবং বার বার পুত্রের বিবাহ দিয়া অর্থ উপার্জ্জন ব্যবসায় মধ্যে দাঁড়ায়। কিন্তু তাহাতে কি পুত্র কখন শান্তি পায়? অবশ্য আমি এ কথা বলিতেছি না যে, সকল শ্বশ্রূই এইরূপ। যাহাদের স্ত্রীর সহিত 'প্রণয়' জন্মিয়াছে, তাহারা চিরদিনের মত মাতার দোষে শান্তিহীন হয়। এই সকল অশান্তির মূল কারণ একমাত্র হিন্দু রমণীর শিক্ষার অভাব।

পুত্র শিক্ষিত হইলেও শিশুকাল হইতে অশিক্ষিতা মাতার যে সকল অভদ্রোচিত ব্যবহার দেখিয়াছে ও শিখিয়াছে, তাহা শত চেষ্টা সত্ত্বেও ভুলিতে পারে না। শৈশবের শিক্ষা ভোলা এক প্রকার অসম্ভব। জানি না উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া মস্তিষ্ক পরিষ্কার হইলেও কেন লোকের উপযুক্ত জ্ঞানের অভাব হয়! মাতা পরম গুরু বটে, কিন্তু মাতৃবাক্য হইলেই যে হিতাহিত বিবেচনা না করিয়া তাহা মানিয়া লইতে হইবে, তাহার কোন অর্থ নাই। ইহাতে ভয়ানক ক্ষতি হয়, এমন কি বংশটী পর্য্যন্ত কলুষিত হইয়া যায়, সেটাও বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। সেই বংশের সন্তানেরাও যে নীচতা, হীনতা এবং অভদ্রোচিত ব্যবহার সকল শিক্ষা করিবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

আবার দেখিয়াছি অনেক শ্বশ্রূ-দেবীরা 'শুচি ব্যাধি'-গ্রস্তা হয়েন। তাঁহাদের বধূদিগের যন্ত্রণার কথা প্রত্যক্ষ না করিলে লিখিয়া বুঝান সম্ভব নহে। তাঁহাদের একমাত্র পবিত্র দ্রব্য গোময়! তাঁহারা প্রত্যেক দ্রব্যেই গোময় মিশ্রিত বারি ক্ষেপণ করিয়া সর্ব্বদা পবিত্রতা রক্ষা করিয়া থাকেন। আর সেই সঙ্গে বধূদেরও দিনের মধ্যে ৩।৪ বার করিয়া সেই গোময়-মিশ্রিত জলে স্নান করাইয়া পবিত্র করিয়া লন। ইহার উপর বাটীর পুরুষদিগের কোন কথা বলিবার অধিকার নাই!

গৃহিণীর 'ব্রহ্ম অস্ত্র' সম্মার্জ্জনীর এতই প্রভাব যে, ভয়েতে কাহারও কোন কথা বলিতে সাহস হয় না। সুতরাং